প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৭ ২৪ - ৩০ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

পবিত্র ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা

পঞ্চাশত্তমী মহাপর্ব

পঞ্চাশত্তমী মহাপর্ব: যুবাজীবনে পবিত্র আত্মার প্রভাব

খ্রিস্টভক্তদের জীবনে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি

কোরবানি হয়ে উঠুক ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত

Congratulations TO OUR NEW

BISHOP

Most Rev. Paul Gomes

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে নবঘোষিত জয়পুরহাট কাথলিক ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপ্রদেশের মনোনীত বিশপ পল গমেজ-এর অভিষেক অনুষ্ঠানে হাউজিং সোসাইটির পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন।

সাফল্যের পথে আরও একধাপ এগিয়ে হাউজিং সোসাইটি...

প্রকল্পগুলোর কার্যক্রমে আপনাদের অংশগ্রহণই আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টার সার্থকতা।

সেবাকাল-২০২৬

মে থেকে জুন মাস

ESTD - 1977

আপনার কাঙ্ক্ষিত সেবা নিন, সমৃদ্ধময় ভবিষ্যৎ গড়ুন।

স্থায়ী আমানত

৫ বছরে দ্বিগুণ

সেবাকালে হাউজিং সোসাইটির স্থায়ী আমানতে সেরা চমক

৯ বছরে তিনগুণ

- ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে বিশেষ অফার
- প্লট/ফ্ল্যাট ক্রয়ে বিশেষ অফার
- স্থায়ী আমানত/দীর্ঘ মেয়াদি আমানতে বিশেষ অফার
- নীড় রিসোর্ট ও শান্তির নীড় রিসোর্ট অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট-এ সদস্য-সদস্যা ও বিনিয়োগকারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা

বিনিয়োগ সমৃদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ, মুনাফা অর্জন করুন, স্বাবলম্বী হোন !!!

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ ☎ +৮৮ ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪ info@mcchsl.org www.mcchsl.org

বিপ্র/১০৯/২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ১৭
২৪ মে - ৩০ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
১০ জ্যৈষ্ঠ - ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

পবিত্র আত্মার আলোয় ও ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের অন্তর

এ বছর ২৪ মে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা পালন করবে পঞ্চাশত্তমী পর্ব এবং ২৮ মে পালিত হবে মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আযহা। উভয় উপলক্ষ্যই অতীব তাৎপর্যপূর্ণ ও আনন্দময় সংশ্লিষ্ট ধর্মবিশ্বাসীদের জন্য। পবিত্র আত্মা বা পাক রূহ্ মানুষকে সঠিক ও পবিত্র পথে চলতে দিক-নির্দেশনা দেয় আর ঈদুল আযহা মানব জীবনে ত্যাগের মহিমা প্রকাশ করে।

খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বরের জীবন্ত উপস্থিতি, যিনি মানুষের হৃদয়ে কাজ করেন, সত্যের পথে পরিচালিত করেন এবং জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলেন। যিশুখ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের একা রেখে যাবেন না; বরং পিতার কাছ থেকে 'সহায়ক' পাঠাবেন। সেই প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা ঘটে পঞ্চাশত্তমী পর্বে, যখন শিষ্যদের ওপর পবিত্র আত্মা অবতীর্ণ হন এবং ভীত, দুর্বল ও বিভ্রান্ত মানুষগুলো সাহসী সুসমাচার প্রচারকে পরিণত হয়। সেই ঘটনা শুধু অতীতের একটি স্মৃতি নয়; আজও পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের জীবনকে পরিবর্তন ও পরিচালনা করে চলেছেন। মানুষের জীবনে পরিবর্তন সবসময় সহজ নয়। পাপ, ভয়, হতাশা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও নানা দুর্বলতা মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কিন্তু পবিত্র আত্মা মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের আলো জ্বালিয়ে দেন। তিনি বিবেককে জাগ্রত করেন, ভুলকে চিনতে শেখান এবং সঠিক পথে ফিরে আসার শক্তি দেন। তাই খ্রিস্টীয় জীবনে পবিত্র আত্মার পরিচালনা মানে কেবল আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ নয়; বরং অন্তরের নবীকরণ এবং জীবনের বাস্তব পরিবর্তন।

পবিত্র ঈদুল আযহা মুসলিম উম্মাহর অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর নিখাঁদ বিশ্বাস, মহান আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য এবং প্রিয়তম পুত্রকে কোরবানি দেওয়ার মানসিকতা মানব ইতিহাসে ত্যাগের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। সেই আত্মত্যাগের স্মৃতিকে ধারণ করেই প্রতি বছর ঈদুল আযহা আমাদের জীবনে ফিরে আসে নতুন উপলব্ধি ও আত্মশুদ্ধির আহ্বান নিয়ে। ঈদুল আযহার প্রকৃত তাৎপর্য কেবল পশু কোরবানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর গভীরতম শিক্ষা নিহিত রয়েছে মানুষের অন্তরের কোরবানিতে। মানুষ যখন নিজের অহংকার, লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা ও অন্যায়ের প্রবণতাকে বিসর্জন দিতে শেখে, তখনই কোরবানির প্রকৃত চেতনা বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রিয় বিষয় ত্যাগ করার যে শিক্ষা ঈদুল আযহা দেয়, তা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে নৈতিকতার এক শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে।

আজকের পৃথিবী ভোগবাদ, প্রতিযোগিতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার প্রবল চাপে আক্রান্ত। মানুষ ক্রমশ নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখছে, ফলে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ছে। সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চা কমে যাচ্ছে। এই বাস্তবতায় ঈদুল আযহার শিক্ষা আমাদের নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। কোরবানি আমাদের মনে করিয়ে দেয়–মানবজীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব ভোগে নয়, বরং ত্যাগে; নিজের জন্য নয়, বরং অন্যের কল্যাণে বাঁচার মধ্যেই রয়েছে সত্যিকারের শান্তি।

বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহাবস্থানের মাধ্যমে এক অনন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। 'পঞ্চাশত্তমী পর্ব ও ঈদুল আযহা'–দুই ভিন্ন ধর্মীয় পরম্পরার উৎসব হলেও উভয়ের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ মানবতাকে এক মহৎ পথে আহ্বান জানায়। একদিকে পবিত্র আত্মা মানুষকে ভালোবাসা, সহমর্মিতা, সাহস ও ঐক্যের পথে পরিচালিত করে; অন্যদিকে কোরবানির শিক্ষা মানুষকে আত্মত্যাগ, ধৈর্য ও ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ আস্থার পথে আহ্বান করে। উভয় শিক্ষাই মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতির ভিত্তি গড়ে তোলে। পঞ্চাশত্তমী পর্বের আত্মিক ঐক্যের বার্তা এবং ঈদুল আযহার ত্যাগের শিক্ষা আমাদের সমাজে নতুন করে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে তুলুক। ঈদ মোবারক। †

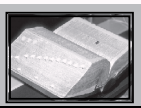

তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তা ক্ষমা করা হবে; যদি কার পাপ ধরে রাখ, তা ধরে রাখা থাকবে। (যোহন ২০:২৩)

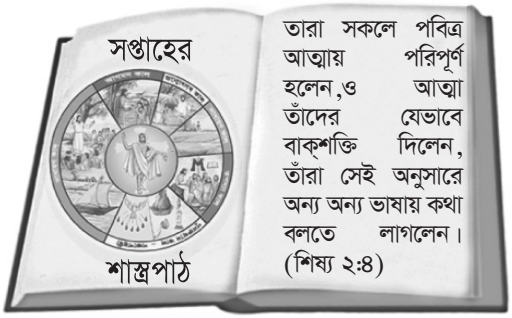

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৪ মে - ৩০ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

২৪ মে, রবিবার
পঞ্চাশত্তমী রবিবার, মহাপর্ব
শিষ্য ২: ১-১১, সাম ১০৪: ১, ২৪, ২৯-৩০, ৩১, ৩৪, ১ করি ১২: ৩-৭, ১২-১৩, যোহন ২০: ১৯-২৩

২৫ মে, সোমবার
সাধারণকালের ৮ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
খ্রীষ্টমণ্ডলীর জননী মারীয়া, স্মরণ দিবস
আদি ৩: ৯-১৫, ২০ (বিকল্প: শিষ্য ১: ১২-১৪) সাম ৮৬: ১-২, ৩, ৫-৭, যোহন ১৯: ২৫-৩৪

২৬ মে, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ৮ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
সাধু ফিলিপ নেরী, যাজক, স্মরণ দিবস
১ পিত ১: ১০-১৬, সাম ৯৮: ১-৪, মার্ক ১০: ২৩, ২৮-৩১

২৭ মে, বুধবার
সাধারণকালের ৮ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
ক্যান্টারবারীর সাধু আগস্টিন, বিশপ
১ পিত ১: ১৮-২৫, সাম ১৪৭: ১২-১৫, ১৯-২০, মার্ক ১০: ৩২-৪৫

২৮ মে, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ৮ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
চিরকালীন মহাযাজক প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, পর্ব
আদি ২২: ৯-১৮, সাম ৩৯: ৭-৮, ৮-৯, ১০-১১, ১৭, মথি ২৬: ৩৬-৪২

২৯ মে, শুক্রবার
সাধারণকালের ৮ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
সাধু ষষ্ঠ পল, পোপ (সম্প্রীতি দিবস)
১পিত ৪: ৭-১৩, সাম ৯৫: ১০-১২, ১৩, মার্ক ১১: ১১-২৬

৩০ মে, শনিবার
সাধারণকালের ৮ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
যুদি ১৭: ২০-২৫, সাম ৬৩: ১-৫, মার্ক ১১: ২৭-৩৩

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৫ মে, সোমবার
+ ১৯৯১ ব্রা. মেরভিন বাপ্টিষ্ট, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০০০ সি. মেরী জন বস্কো, আরএনডিএম
+ ২০১৫ সি. রাফায়েল্লা মন্ডল, লুইজিনে (খুলনা)
+ ২০১৭ ফা. জেমস টি. বেনাস, সিএসসি (ঢাকা)

২৬ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯৪৮ ফা. রবার্ট ওয়েচুলিস, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফা. উইলিয়াম মনাহান, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৩ ফা. জুসেপ্পে মিলোজ্জী (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৩ সি. জোভান্না তুর্কোনি, এসসি (খুলনা)
+ ২০০১ সি. নভিস রেখা রুথ মিনজ, সিআইসি (দিনাজপুর)

২৭ মে, বুধবার
+ ১৯৮২ সি. ব্লাঙ্কে, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

২৮ মে, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫৭ সি. মাওরিনা রস্‌সিনি, এসসি
+ ১৯৭৯ ফা. জর্জ আন্ডাচেরী (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ সি. ভিক্টোরিয়া মারান্ডী, সিআইসি (দিনাজপুর)

৩০ মে, শনিবার
+ ১৯৪৯ সি. মেরী ট্রিজা, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৩ সি. মেরী বার্কমান্স তামাং, আরএনডিএম
+ ২০১৪ ফা. পিয়ের বেনোয়া, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

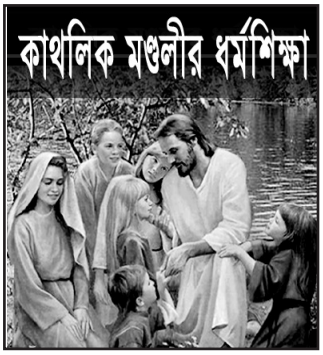

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২১৮৩ যাজক না থাকার কারণে অথবা অন্য কোন গুরুতর কারণে খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ করা অসম্ভব হলে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের পরামর্শ দেওয়া হয় যেন তারা ঐশ্ববাণী অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। সেই অনুষ্ঠান ধর্মপল্লীর গির্জায় যা অন্য কোন পবিত্র স্থানে ধর্মপ্রদেশের বিশপের অনুমোদনসাপেক্ষে করা যায় অথবা যথেষ্ট সময় নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে, পরিবারে সবাই মিলে অথবা সুযোগমত কয়েকটি পরিবার একত্রে মিলিত হয়েও তা করতে পারে।

অনুগ্রহ ও কর্মবিরতির দিন

২১৮৪ পরমেশ্বর "যে সমস্ত কাজ সাধন করে আসছিলেন, তা তিনি সপ্তম দিনে শেষ করে বিশ্রাম নিলেন।" তেমনি মানব জীবনে কাজের একটা ছন্দ ও বিরতি আছে। প্রভুর দিন প্রত্যেককে যথেষ্ট বিশ্রাম ও অবসর নিতে সাহায্য করে যাতে সে পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।

২১৮৫ রবিবার যা অন্যান্য অবশ্যপালনীয় পবিত্র দিনগুলোতে ভক্তবিশ্বাসীদের সেই সব কাজ থেকে বিতে থাকতে বলা হয়েছে যা ঈশ্বরের প্রাপ্য উপাসনা, প্রভুর দিনের যথার্থ আনন্দ, দয়ার কাজ করা এবং দেহ-মনের উপযুক্ত বিশ্রাম নেয়ায় ব্যাঘাত ঘটায়। পরিবারের প্রয়োজন বা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সেবাকাজের দাবি পূরণ করার জন্য রবিবারের বিশ্রাম সেয়ার বাধ্যবাধকতা হতে মুক্তি চাওয়া ন্যায়সঙ্গত হতে পারে। খ্রীষ্টভক্তদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে ঐ বৈধ অব্যাহতি আবার ধর্মীয় অনুশীলন, পারিবারিক জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন অভ্যাসে পরিণত না হয়।

২১৮৬ যে সব খ্রীষ্টভক্তের বিনোদনের সুযোগ আছে, তারা যেন তাদের ভাইবোনদের কথা মনে রাখে, কেননা তাদেরও একই ধরনের প্রয়োজন রয়েছে, একই অধিকার আছে, অথচ দরিদ্রতা এবং দুঃখ-কষ্টের জন্য কাজ থেকে বিশ্রাম নিতে পারে না। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী রবিবার খ্রীষ্টভক্তেরা কল্যাণমূলক কাজ এবং রুগ্ন-পীড়িত, বিকলাঙ্গ ও বয়োবৃদ্ধদের সেবাযত্নে ব্যস্ত থাকে। সপ্তাহের অন্যান্য দিনে অনেক সময় পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের জন্য করা সম্ভব হয় না এমন সেবাযত্ন করে এবং সময় দিয়েও খ্রীষ্টভক্তগণ রবিবারকে পবিত্র করে তুলবে। রবিবার অনুধ্যানমূলক প্রার্থনা, নিরবতা, মানসিক উৎকর্ষ সাধন এবং ধ্যানের সময়, কেননা এগুলোর মাধ্যমে খ্রীষ্টভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি হয়।

২১৮৭ রবিবার এবং পূণ্য দিবসগুলো পবিত্রভাবে পালন করার জন্য দরকার সমবেত প্রচেষ্টা। প্রভুর দিন পবিত্রভাবে পালন করার জন্য বাধাস্বরূপ হবে কারো এমন কিছু দাবি করা খ্রীষ্টভক্তদের উচিত নয়। প্রচলিত কর্মকাণ্ড (খেলাধুলা, রেঁস্তোরা, ইত্যাদি) এবং সামাজিক প্রয়োজন (জনগণের সেবা ইত্যাদি) রবিবারে কিছু লোককে কাজ করতে হয়। তথাপি প্রত্যেককে উচিত বিনোদনের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া। মিতাচার ও ভ্রাতৃপ্রেমের নীতি অনুসরণ ক'রে বিশ্বাসীদের খেয়াল রাখতে হবে জনপ্রিয় বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মাঝে মাঝে যে বাড়াবাড়ি ও সহিংসতা দেখা যায় তা যেসন পরিহার করা হয়। অর্থনৈতিক টানাপোড়ের সত্ত্বেও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উচিত নাগরিকরা যাতে বিশ্রাম এবং ঐশ উপাসনার জন্য সময় পায় তা নিশ্চিত করা। কর্মচারীদের প্রতি মালিকদেরও অনুরূপ দায়িত্ব আছে।

বিশেষ ঘোষণা

সকল মুসলিম ভাই-বোনসহ সকলকে পবিত্র ঈদুল আযহা এর প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক। ঈদের ছুটির কারণে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র (৩১ মে - ০৬ জুন) সংখ্যা প্রকাশ পাবে না। পরবর্তী সংখ্যা যথারীতি প্রকাশিত হবে।

- সম্পাদক

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী'র আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের শুভেচ্ছা বাণী

শ্রদ্ধেয় ও সুপ্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা,

বিভিন্ন উদ্দেশ্য (ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা-পুনর্মিলন) সামনে রেখে সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে পশু বলিদান ইসলাম ধর্মের একটি ফলপ্রসূ ধর্মীয় ক্রিয়া। এই ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে সামনে রেখে পবিত্র কোরানে বর্ণিত বাণী ও শিক্ষা অনুসারে প্রতিবছর মুসলমান ভাই বোনেরা সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে পশু বলিদান করে থাকেন। তাঁদের পবিত্র বিশ্বাস অনুসারে এই বলিদান সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে মুমিন লাভ করে ঐশ কৃপা-আশীর্বাদ তথা হাজারো তৌফিক। প্রতি বছরের মতো এ বছরও আমাদের মুসলমান ভাই ও বোনেরা পালন করবেন এই ঈদুল আযহা।

জবাই করা পশু হযরত ইব্রাহিমের পশু-বলিদান স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই স্মরণেই মুসলমান ভাইবোনেরা ঈদুল আযহা'র দিনে পশু বলিদান (জবাই) করে থাকেন; আর বলিকৃত মাংস বিধান অনুসরণ ক'রে দরিদ্র মিসকিনদের মাঝে বিতরণ ক'রে থাকেন। এই বছরেও একই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় পুঞ্জিকা অনুসরণে মুসলমান ভাইবোনেরা পালন করতে যাচ্ছে পবিত্র ঈদুল আযহা যার অপর নাম কোরবানি ঈদ।

এই পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে ইসলাম ধর্মাবলম্বী সকল ভাইবোনদের জন্য কামনা করি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তাঁদের প্রতি ঈদের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ঈদ মোবারক ! ঈদ মোবারক !!

সকল ধর্মের জন্য যে শিক্ষা বাণী এই ঈদকে ঘিরে, তা হলো, আমরা কল্যাণের উদ্দেশে ত্যাগের মহিমায় উদ্দীপিত হয়ে যে কোন কল্যাণ কাজ সম্পাদন করতে পারি। তুলনা নয়, তবে প্রসঙ্গ টেনে বলতে পারি, সকল মানুষের কল্যাণ তথা পরিত্রাণের জন্যে আমাদের প্রভু যিশু ক্রুশে নিজেকে বলিদান করেছেন; কুরবান করেছেন। এই ঈদে সার্বজনীন শিক্ষা বাণীই হলো, অপরের কল্যাণের জন্য ত্যাগ-সেবা। সাধ্বী মাদার তেরেজা হলেন ত্যাগপূর্ণ সেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। "ত্যাগেই আনন্দ" এই সুরটি মন-অন্তরে রেখে আসুন আমরা সবাই প্রতিদিন কোন না কোন কল্যাণ কাজ সাধন করি; আর তা করার জন্য যে কোন ত্যাগ-তিতিক্ষা বরণ করে নেই।

আসুন, এই ঈদুল আযহা'র আমেজে আমরা সবাই কল্যাণের জন্য প্রতিদিন ত্যাগের মহিমায় উদ্দীপিত হই এবং কোন না কোন সেবাকাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখে সৃষ্টিকর্তার আশীষ লাভে ধন্য হই। পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে সকল মুসলমান ভাইবোনকে জানাই ঈদের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা ও কামনা করি ঈশ্বরের কৃপা-আশীর্বাদ, হাজারো তৌফিক।

ঈদ মোবারক ! ঈদ মোবারক !

(আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি)
সভাপতি
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশন
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী।

(ফাদার প্যাট্রিক গমেজ)
নির্বাহী সচিব
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশন
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী।

খ্রিস্টভক্তদের জীবনে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি

ফাদার নরেন জে, বৈদ্য

পঞ্চাশত্তমী পার্বণে পবিত্র আত্মা শিষ্যদের অন্তরে অধিষ্ঠিত হলেন। "তাদের সকলেরই সারা অন্তর জুড়ে তখন বিরাজিত হলেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা" *(শিষ্য ২:৪)*। পবিত্র আত্মার পুণ্য জ্যোতিতে প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসী উদ্দীপিত হয়ে থাকে। এ জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে সে বুঝতে পারে, তাঁর স্বভাবের অসংযম প্রবণতা তাকে কত অধঃপতনে নিয়ে যেতে পারে। সিনডীয় মণ্ডলী স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা যেন পবিত্র আত্মার কথা শ্রবণ করি তাঁর পরিচালনায় খ্রিস্টীয় জীবন যাপন করি। আমাদের অনুধ্যানের বিষয় হলো কিভাবে আমরা পবিত্র আত্মায় অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হয়ে নতুন মানুষ হয়ে উঠতে পারি। পবিত্র আত্মা কিভাবে আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেন, পবিত্র আত্মার দান আমাদের জীবনে বিরাজিত তা কীভাবে আমরা অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে

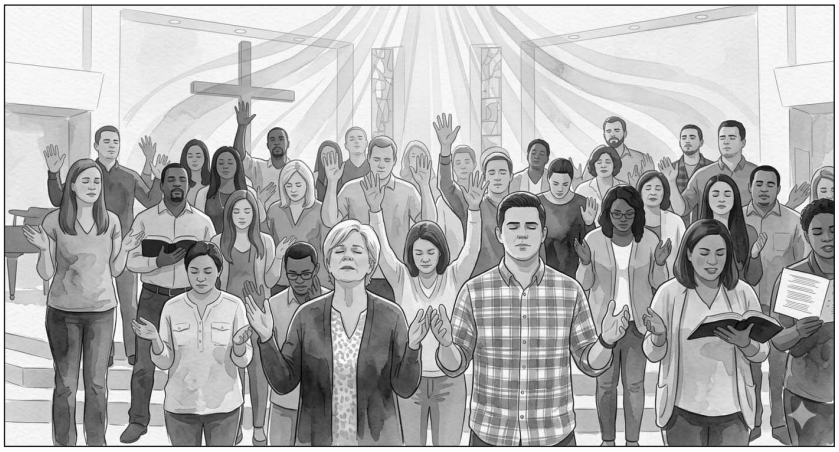

পারি। এই মুহূর্তে পবিত্র আত্মার কোন দানটি আমাদের জীবনে খুবই প্রয়োজন?

জীবনের যাত্রায় পবিত্র আত্মার উপস্থিতি: বাইবেলীয় অনুধ্যান

পবিত্র আত্মার প্রেরণা না পেয়ে কেউ বলতে পারেনা যে 'যীশুই প্রভু' *(১ করি ১২:৩)*। একই পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা সকলেই দীক্ষাস্নাত হয়ে একই দেহের অঙ্গ হয়ে উঠেছি *(১ করি ১২:১৩)*। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দান বিচিত্র। ঐশ আত্মাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয় সকলের মঙ্গলের জন্য *(১ করি ১২:৭-১০)*।" মানুষ যেন পুণ্যপথে চলতে পারে তার জন্য পবিত্র আত্মা তাঁর অন্তর আলোকিত করেন, আর তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তোলেন 'প্রেম, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সদয়ভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা ও আত্মসংযমের পুণ্য অনুভূতি *(গালাতীয় ৫:২২)*। "ঈশ্বরের সেই পরম আত্মা যিনি, তিনি তোমাদের অন্তরে বাস করেন *(১ করি ৩:১৬)*। পবিত্র আত্মা যিনি 'একগুঁয়ে হৃদয় ও মনকে নমিত করেন, জমাটবদ্ধ হৃদয়কে বিগলিত করেন, শীতল হৃদয়কে উষ্ণ করেন (পঞ্চাশত্তমীর ঘটনাক্রম)। পবিত্র আত্মা হলেন একজন নিভরযোগ্য পথ প্রদর্শক, আর আমাদের কাজ হলো তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে শেখা। 'পবিত্র আত্মা মণ্ডলীসমূহকে কী বলছে?" *(প্রত্যাদেশ ২:৭)*।

পবিত্র আত্মা: বিশ্বাসীভক্তের সচেতনতা ও করণীয়

আত্মার প্রভাবে সঞ্জীবিত ভক্ত মানুষ হিসেবে আমাদের করণীয় হলো পবিত্র আত্মার নিন্দা না করা *(মার্ক ৩:২৯)*, তাঁকে দুঃখ না দেওয়া *(এফেসীয় ৪:৩০)*, তাঁর জ্বালানো প্রদীপ নিভিয়ে না দেওয়া *(১ম থেসা ৫:১৯)* এবং তাঁর বিরোধিতা না করা *(শিষ্যচরিত ৭:৫১)*। আমরা যদি পাপ হতাশা, ভীতি এবং দুঃখ দ্বারা পরিচালিত হই তাহলে স্বভাবতই আমরা পবিত্র আত্মা দ্বারা শাসিত নই। আমাদের পাপের জন্য অনুতাপ করতে হবে এবং ভক্তিসহকারে প্রার্থনা করতে হবে যেন পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে পরাক্রমশালী হন। মণ্ডলীর প্রথম পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে শ্রোতাগণ সাধু পিতরের প্রচারে বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আমাদের তাহলে এখন কী করা উচিত? পিতর উত্তর দিলেন, তোমরা এখন মন ফেরাও এবং পাপের ক্ষমা পাবার জন্য তোমরা প্রত্যেকেই যীশু খ্রীষ্টের নামে দীক্ষাস্নাত হও। তাহলে তোমরা পাবে সেই ঐশদান স্বয়ং পবিত্র আত্মাকে।" *(শিষ্যচরিত ২:৩৮)*

মিলন একতায়, পরস্পর পাশে থাকার ঐশজনগণের অবস্থান ও করণীয় কী?

একতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা পঞ্চাশত্তমীর পর্ব পালন করি। আমরা অনেকেই পবিত্র আত্মা সম্পর্কে সচেতন না। আমরা ভুলে যাই যে, পবিত্র আত্মা একতার আত্মা। পবিত্র আত্মা হলেন সম্প্রীতি। পঞ্চাশত্তমী দিনের কথা চিন্তা করি: সেখানে ভয় বিশৃঙ্খলা ছিল, কিন্তু পবিত্র আত্মা সেই বিশৃঙ্খলতায় সম্প্রীতি নিয়ে এসেছেন। পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে আমাদের সঞ্জীবিত করেন যাতে আমরা একদেহ হয়ে উঠি *(১ করি ১২:৩-১২)*। আমরা এক মন এক প্রাণ হতে আহূত। 'স্বর্গীয় নাগরিকত্বে তীর্থযাত্রীর মত খ্রিস্টের নেতৃত্বে এবং পবিত্র আত্মার একত্বে যাচ্ছি মোরা পিতার সমীপে।' পরিতাপের বিষয় হলো বিদ্বেষ, বিরোধিতা, পক্ষপাতিত্ব বিদ্যমান আমাদের সমাজে। পঞ্চাশত্তমী পর্ব হলো একতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হওয়ার দিন। মানুষের মাঝে একতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। আমাদের ভাবনা হবে, কীভাবে একতার বাস্তব রূপ দিতে পারি। কতিপয় ধর্মপল্লীর কিছু তথ্য-উপাত্ত, আলামত ও কর্মযজ্ঞ মিলন সমাজ গড়ে তোলার চরম ব্যর্থতা ও উদাসীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। মিলন একতায়, পরস্পর পাশে থাকায় ও পরস্পর পাশে চলার আগ্রহ কম। যথাযথ কর্তৃপক্ষের কড়া 'নজর' না দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। সভা সেমিনার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে; তারপরও গ্রাম্য পরিষদ ও পালকীয় পরিষদ গঠিত হচ্ছে না পরস্পর বিরোধিতা, বিদ্বেষ ও দলাদলির কারণে। এই 'হতাশা'র সময়ে আমরা কী করব? এ অবস্থায় আমাদের করণীয় কী? অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে।

পবিত্র আত্মার প্রেরণা: প্রৈরিতিক চেতনার জাগরণ

পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে নবায়িত করেন প্রেরণকাজের জন্য। পবিত্র আত্মার দ্বারা

পরিচালিত হয়ে খ্রিস্টমণ্ডলী গালিলেয়ার তীর ছেড়ে সমস্ত মহাদেশের প্রান্তে পৌঁছেছে। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে এই প্রচারাভিযান চলছে। পবিত্র আত্মার দিব্যদানের সাথে প্রেরণকাজের দায়িত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত *(১ করি ১২:৭-১০)*। যীশু শিষ্যদের মধ্যে পবিত্র আত্মা'কে দান করে শিষ্যদের কর্মক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন। 'পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তেমনি আমার দূত করে তোমাদের পাঠাচ্ছি' *(যোহন ২০:২২)*। প্রৈরিতিক কাজে আমাদের দায়বদ্ধতা কতটুকু? পঞ্চাশত্তমী পার্বণে উপাসনায় উদ্বোধন প্রার্থনা করি এই ভাবে: 'মিনতি করি প্রভু, যেন আমরা তোমার আত্মার প্রেম-শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশিষে সকল মানুষের মধ্যেই তোমার মুক্তি-কর্মের মাহাত্ম্য সর্বদা ঘোষণা করতে পারি'। বাংলাদেশে প্রায় ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৫ লাখ ঐশজনগণ খ্রিস্ট বিশ্বাসের স্বাক্ষ্য বহন করে চলেছে এবং মানব উন্নয়ন অগ্রগতির চিন্তায় বিভোর। আমরা কি পদদলিত মানুষকে মুক্তি ও অন্ধের কাছে নবদৃষ্টি লাভের কথা ঘোষণা করছি?

আমাদের পরিচয়ের সংগ্রাম: জগতে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিত

জীবন যাত্রা নিয়ে ভাবছি কি? 'সবার আগে বাংলাদেশ' শ্লোগানটি মানুষের মনোযোগ কেড়েছে। সবার আগে বাংলাদেশ করতে দুর্নীতি, বৈষম্য ও সন্ত্রাসের অবসান ঘটানো এবং গণতান্ত্রিক কাঠামো সুদৃঢ় করার কথা বলা হচ্ছে। আমরাও 'সবার আগে আমাদের জীবন' এই আওয়াজ তুলি। পবিত্র আত্মার বশে জীবন যাপন না করলে কী পরিণতি হতে পারে। বাইবেলে বলা হয়েছে, 'খ্রীষ্টের সেই পরম আত্মা যিনি, তিনি যার অন্তরে নেই, সে খ্রীষ্টের নয়' *(রোমীয় ৮:৯)*। সবার স্মৃতিতে জাগ্রত সাধু পোপ ২য় জন পল, স্বর্গীয় কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন, কারণ তাঁদের জীবনে পবিত্র আত্মার দান ও ফল যথা; প্রেম, আনন্দ, দয়া, কোমলতা ইত্যাদির উপস্থিতি স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। আমরা কি নিম্নতর স্বভাবের নিয়ন্ত্রণে থাকি? "মানুষের নিম্নতর স্বভাবটা যে-সব কাজের প্রেরণা দেয়, তা হলো ব্যভিচার, অশুচিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বিবাদ, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, মাতলামি, বেসমাল ভোজ-উৎসব" *(গালাতীয় ৫:২০)*। তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির *(১ করি ৬:১৯)*। পরিতাপের বিষয় যে, যুব সমাজ মাদক দ্রব্য সেবন করে নিজেদের ক্ষত বিক্ষত করছে। পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া ঈশ্বরের ভালবাসা *(রোমীয় ৫:৫)*। আমাদের অন্তরে ভক্তি ভালোবাসা নিস্তেজ হয়ে পড়ছে? মানুষ যেন হয়ে যাচ্ছে ভোগ্যপণ্য, যাকে প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, প্রয়োজন শেষ হলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। আমাদের ছুঁড়ে দূরে ফেলে দেওয়ার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই/প্রতিবাদ করতে হবে। 'অধম ছড়িয়ে পড়বে, অধিকাংশ মানুষের অন্তরে ভক্তি ভালবাসা তখন নিস্তজ হয়ে পড়বে, অনেকের প্রেম শীতল হয়ে যাবে' *(মথি ২৪: ১২)*। পবিত্র আত্মার শক্তি সারা পৃথিবীর মানুষের অন্তরে বর্ষিত হোক, তাঁর মিলন-আনন্দ ও শান্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক। সমস্ত খ্রিস্টভক্ত আত্মার অনুগ্রহ দানে পূর্ণ হোক। পশুত্ব নয়, মনুষত্ব; বৈষম্য নয়, ভ্রাতৃত্ব; অন্যকে নীচে নামিয়ে নিজেকে উচ্চে তোলা নয়, অন্যকে বড় করাই তো পবিত্র আত্মার বশে জীবনযাপন। ভ্রাতৃত্বের প্রেরণায় উজ্জীবিত হই। পিছিয়ে পড়া মানুষের সাথে পথ চলি।

পবিত্র আত্মা আমাদের উপাসনায়, জীবনে বিশ্বাসে স্থান পেয়েছে। আমরা পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষিত হয়েছি *(মথি ২৮:১৯)*। পবিত্র আত্মার সাহচার্য তোমাদের সকলকে নিত্যই ঘিরে রাখুক *(২ করি ১৩:১৩)*। আমাদের কণ্ঠে সর্বদাই অনুরণিত হোক এই সুর: 'পরম প্রভু, পাঠাও তোমার আত্মা সমুজ্জ্বল, নবীন করে গড়িবে যে এই ধরণীতলে। আত্মা তুমি নেমে এসো, কৃপা রাশি নিয়ে এসো। শক্তি সাহস প্রেম আনন্দ পবিত্রতা নিয়ে এসো।' পবিত্র আত্মা প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তের প্রাণশক্তি। পবিত্র আত্মা দুঃখ বেদনার মুহূর্তে আমাদের অশ্রুজল মুছিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দান করেন। দীক্ষাস্নান ও হস্তার্পণ সাক্রামেন্তের মাধ্যমে আমরা পবিত্র আত্মাকে লাভ করেছি। পবিত্র আত্মা আমাদের পূর্ণ সত্যের পথে পরিচালিত করে *(যোহন ১৬:১৩)*। পবিত্র আত্মা একসাথে পথ চলার তাগিদ দেয়। সম্প্রীতিময় পৃথিবী গড়ে তোলার চেতনা কি জাগে আমাদের অন্তরে?

প্রার্থনা: এসো, পবিত্র আত্মা, এসো! আগুন হয়ে এসো, আমাদের উষ্ণ করতে, বাতাস হয়ে এসো, আমাদের শুদ্ধ করতে, আলো হয়ে এসো, আমাদের পথ দেখাতে, শক্তি হয়ে এসো, আমাদের সক্ষম করতে। এসো, পবিত্র আত্মা, এসো।

লোভ থেকে অনুগ্রহ

সপ্তর্ষি

ক্ষমতার প্রাসাদে যেখানে ছায়ারা ঘুরে ফিরে
গরিবেরা বোনে অশ্রুর বীজ, ধনীরা ফসল তোলে
শাসকদের হাতে জমে সোনার যত বড় পাহাড়
নির্যাতিত শোষক জাতি তখন ভেঙ্গে পড়ে বারবার।

ক্ষুধার্তরা কাঁদে, কেউ শোনে না সেই আর্তনাদ
স্বার্থপর শাসকেরা নিজেরাই ভয়ে অধীন আজ
অসততা ও মিথ্যার শৃংখলে আবদ্ধ ছিল যার জীবন
সততার কণ্ঠে সে শুনেছে নিজের জীবনের আহ্বান।

আজ আমাদের সকল নেতাদেরও বুঝতে হবে
সত্যহীন সম্পদ জীবনে শুধু দুঃখই বয়ে আনে
মিথ্যার জয় হলে দেশ সমুদ্র হয়ে রক্তে ভরে
ন্যায়বিচার বিক্রি হলে নৈতিকতা হারিয়ে যাবে।

যদি ক্ষমতায় থাকা মানুষগুলো ফিরে তাকাত
আর মাটিতে পড়ে থাকা দুর্বলদের তুলে ধরত
রাস্তাগুলো হতো সুন্দর, বিদ্যালয়গুলো হতো সমৃদ্ধ
অসুস্থরা পেতো আরোগ্য আর যুবকেরা দেখত স্বপ্ন।

বদলে যাওয়া হৃদয়ই জাতিকে করে শক্তিশালী
ন্যায়পরায়নতা তখন অন্যায়ের চেয়ে হয় দীর্ঘস্থায়ী
হৃদয় বদলে গেলে মানুষের যত লোভ হয় মুক্ত
অন্যায় থেমে তখন সেখানে ন্যায় হয় জাগ্রত।

সত্য আর করুণা দিয়ে যদি দেশ গড়ে তোলে
তখন ন্যায়বিচার চলবে সবার হাতের সাথে
আর শান্তি জ্বলে উঠে প্রতিটি স্রোতের বুকে
সততার পথ বদলে নিয়ে সবার জীবন গড়ে।

পঞ্চাশত্তমী মহাপর্ব: যুবাজীবনে পবিত্র আত্মার প্রভাব

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও

গত কয়েকদিন আগে সেমিনারীতে বিতর্ক প্রতিযোগিতার জন্য আলোচনা করার সময় হঠাৎ আমাদের মধ্যে একটু যুদ্ধ বেঁধে গেল কারণ আমাদের বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল বর্তমান যুবক-যুবতীদের সামাজিক অবস্থা ও করণীয়। আলোচনার এক পর্যায়ে আমাদের মধ্যে উঠে আসলো আমাদের সমাজের যুবাদের বর্তমান পরিস্থিতি। একপক্ষ মনে করেন বর্তমান যুবসমাজের অধঃপতনের দিকে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো নৈতিক অবক্ষয় অন্যদিকে আমি মনে করি পবিত্র আত্মাকে অনুভব করতে না পারাই হলো যুবসমাজের ধ্বংসের মূল কারণ। নানারকম বাস্তবতার মধ্যেও আমাদের অন্তরে আশার সঞ্চার যে পবিত্র আত্মা আমাদের যুবসমাজকে সঠিকপথে পরিচালনা করবেন। পবিত্র আত্মার সঙ্গে চলা খ্রিস্টীয় জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, কারণ আত্মার মাধ্যমেই বিশ্বাসীরা ধারাবাহিকভাবে সত্যে পরিচালিত হয়, চরিত্রে রূপান্তরিত হয় এবং মুক্তির প্রেরণকাজে অংশগ্রহণের জন্য শক্তিলাভ করে। পবিত্র আত্মার সঙ্গে চলা সেই জীবন্ত বাস্তবতা, যার মাধ্যমে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হয়, খ্রিস্টের সদৃশ্যতায় রূপান্তরিত হয় এবং পৃথিবীতে তাঁর মুক্তির কাজে অংশগ্রহণের জন্য শক্তি লাভ করে। পরিচালনার পাশাপাশি পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের জীবনে গভীর আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটান। পবিত্রীকরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মা বিশ্বাসীদের অর্ন্তজীবনে নবীকরণ করেন এবং তাদের মধ্যে এমন গুণাবলী গড়ে তোলেন যা খ্রিস্টের চরিত্রকে প্রতিফলিত করে। খ্রিস্টমণ্ডলী হল ঐশজনগণ। মণ্ডলী শুধু দালানকোঠা বা গির্জা নয়। আমরা সবাই হলাম মণ্ডলী। ব্যক্তি হল ক্ষুদ্রমণ্ডলী, পরিবার হল গৃহমণ্ডলী আর খ্রিস্টসমাজের সব ভক্তকে নিয়ে হল খ্রিস্টমণ্ডলী। এই মণ্ডলীর কেন্দ্রে হল খ্রিস্ট। খ্রিস্টকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টমণ্ডলী। এই মণ্ডলীর চালিকাশক্তি হলো পবিত্র আত্মা। পবিত্র আত্মার অবতরণের মধ্য দিয়ে এই মণ্ডলীর জন্ম, বৃদ্ধি ও পথচলা। পবিত্র আত্মা সর্বদা মণ্ডলীকে পথ দেখাচ্ছেন সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। যিশু যখন শিষ্যদের সঙ্গে ছিলেন তখন তিনি পবিত্র আত্মাকে তাদের কাছে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, "তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে তোমরা আমার সমস্ত আদেশ পালন করবে। আর আমিও পিতার কাছে আবেদন জানাব; তিনি তখন আর একজন সহায়ককে তোমাদের দেবেন, যিনি চিরকালের মতোই তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। তিনি দেবেন সেই সত্যময় আত্মাকে, সংসার যাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, যেহেতু সংসার তাকে দেখতেও পায় না, জানতেও পারে না। তোমরা অবশ্য তাঁকে জানোই; তিনি তো সর্বদাই তোমাদের পাশেই আছেন, পরে অন্তরে থাকবেন" *(যোহন ১৪:১৫-১৭)*। পঞ্চাশত্তমী পর্ব ইহুদীরা নিস্তার পর্বের ঠিক পঞ্চাশ দিন পরে পালন করত। এক সময় সেই দিনে নতুন ফসলের শস্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হত। "সেই বিশ্রামবারের দিনটির পরের দিন থেকে অর্থাৎ, যেদিন তোমরা আঁটি তুলে ধরে উৎসর্গ-ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যে শস্যের একটি আঁটি নিয়ে আসবে, সেই দিনটি গুণে গুণে পরে সপ্তাহ যেতে দেবে তোমরা। তার মানে, সপ্তম বিশ্রামবারের দিনটির পরের দিনটি পর্যন্তই মোট পঞ্চাশটি দিন গুনবে তোমরা। আর তখন তোমরা ভগবানের নতুন শস্য-নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে" *(লেবীয় ২৩:১৫-১৬)*। তবে কালক্রমে সেই পর্বদিনটি ঈশ্বর ও ইহুদী জাতির মধ্যে সিনাই পর্বতের সেই মিলন সন্ধির স্মরণ দিবসও হয়েছিল এবং যিশুর স্বর্গারোহণের দশদিন পরে পবিত্র আত্মা শিষ্যদের উপর নেমে আসে। এই পর্ব হলো খ্রিস্টমণ্ডলীতে বড় পর্ব কারণ পবিত্র আত্মার সহায়তায় মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়।

পবিত্র আত্মার বাইবেলীয় ভিত্তি

পবিত্র আত্মার কার্য কী তা বোঝার জন্য বাইবেলীয় ভিত্তি পুরাতন নিয়ম থেকে শুরু হয়ে নতুন নিয়মে আরও পূর্ণভাবে প্রবাহিত ও বিকশিত হয়েছে। সমগ্র পবিত্র শাস্ত্রে ঈশ্বরের আত্মাকে এমন এক ঐশরিক উপস্থিতি হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে যে যিনি সৃষ্টি, প্রকাশ, শক্তি প্রদান এবং ঈশ্বরের জনগণের রূপান্তরের কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। বাইবেলের পাঠসমূহ সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় পবিত্র আত্মা ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে বিশ্বস্ত আনুগত্য এবং আধ্যাত্মিক নবীকরণের পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। বাইবেল বিশারদ ফি (১৯৯৪) উল্লেখ করেন যে, নতুন নিয়মে আত্মাকে "ঈশ্বরের শক্তিদায়ক উপস্থিতি" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যিনি বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে সক্ষম করেন। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের আত্মার ধারণা প্রায়ই দেখা যায় এবং তা সাধারণত ঐশরিক শক্তি, প্রজ্ঞা এবং নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। হিব্রু শব্দ 'রুয়াহখ্' সাধারণত আত্মা, বাতাস বা নিঃশ্বাস হিসেবে অনুবাদ করা হয়, যা সৃষ্টির এবং মানব ইতিহাসে সক্রিয় ঈশ্বরের জীবনদায়ক শক্তিতে নির্দেশ করে। নতুন নিয়মে যিশুর জীবন ও সেবাকর্ম পবিত্র আত্মার কার্যকলাপের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। সুসমাচারের বিবরণগুলোতে দেখা যায় যে যিশুর বাপ্তিস্মের সময় পবিত্র আত্মা তাঁর উপর অবতীর্ণ হন, যা তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করে এবং তাঁকে সেবাকর্মের জন্য অভিষিক্ত করে *(লুক ৩:২১-২২)*। এর পরপরই বলা হয়েছে যে যিশু "পবিত্র আত্মায় পূর্ণ" ছিলেন এবং আত্মার দ্বারা মরুভূমিতে পরিচালিত হয়েছিলেন *(লুক ৪:১)*, যা দেখায় তাঁর কার্যকলাপ ও মিশন আত্মার দ্বারা পরিচালিত ছিল।

যুবাজীবনে পবিত্র আত্মা

খ্রিস্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী পবিত্র আত্মা হলেন ত্রিত্ব পরমেশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তি। তিনি শুধু কোন শক্তি বা বাহক নন; তিনি জীবন্ত ঈশ্বর। যিশুর শিষ্যরা যিশুর পুনরুত্থানের পর ভয়ে সকলে একঘরে ছিল। কারণ তারা নিঃসঙ্গতা এবং একাকীত্ববোধ করছিলেন। তবে যিশু তার শিষ্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি "সহায়ক" আত্মাকে পাঠাবেন, যিনি তাদের সত্যের পথে পরিচালিত করবেন। বর্তমানে আমাদের পরিবারগুলোতে নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান যার কারণে যুবক-যুবতীরা হতাশা-নিরাশার মধ্যে থাকেন। বর্তমান যুগে যুবক-যুবতীরা এক জটিল বাস্তবতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একদিকে প্রযুক্তি ও আধুনিকতার অগ্রগতি, অন্যদিকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংকট। অনেক যুবক আজ হতাশা, একাকীত্ব ও অনিশ্চয়তায় ভুগছে। পরিবারে অশান্তি, সমাজে নোংরা প্রতিযোগিতা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা মানসিকভাবে দুর্বল করে ফেলছে। বিশেষ করে কিছু উল্লেখযোগ্য সমস্যা হলো: মাদকাসক্তি, মোবাইল ও ইন্টারনেট আসক্তি, সহিংসতা ও অপরাধপ্রবণতা, আত্মহত্যার প্রবণতা, ধর্মীয় উদাসীনতা, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। ঠিক এই পরিস্থিতিতে যিশু আমাদের আশ্বাস প্রদান করেন যেন আমরা সহায়ক আত্মাকে গ্রহণ করি এবং সকল সমস্যা মোকাবিলা করি। তাই আমাদের যুবাজীবনে পবিত্র আত্মার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় হলো সান্ত্বনাদাতা,

পথপ্রদর্শক, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উৎস, তিনি সাহস ও শক্তি প্রদানকারী, তিনি পাপ সম্পর্কে সচেতন করেন, বিশ্বাসীদের পবিত্র জীবনের দিকে আহ্বান করেন। আমাদের যুবাজীবনে এই গুণাবলী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ তরুণ বয়স হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ভবিষ্যৎ গঠনের সময়।

যুবাজীবনে পবিত্র আত্মার সাতটি দান

পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে আগুনের আকারে পবিত্র আত্মা শিষ্যদের ওপর অবতরণ করেছিলেন। পঞ্চাশত্তমী পর্ব আসলেই আমরা যে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করি তা হলো পবিত্র আত্মার সাতটি দান ও বারটি ফল। পবিত্র আত্মার সাতটি দান আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলো আমাদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সমৃদ্ধ করে। পবিত্র আত্মার সাতটি দান আমাদের যুবাজীবনে যে প্রভাব ফেলে তা হলো:

❖ **প্রজ্ঞা:** প্রজ্ঞা এমন একটি দান যার মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরকে সর্বাধিক ভালোবাসতে শেখে এবং পার্থিব বিষয়ের চেয়ে স্বর্গীয় বিষয়কে বেশি প্রাধান্য দেয়। যুবাজীবনে পবিত্র আত্মার এই দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের যুবসমাজ প্রায়ই বাহ্যিক চাকচিক্য, অর্থ, খ্যাতি ও ভোগবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রজ্ঞার দান আমাদের শেখায় জীবনের উদ্দেশ্য কি, কোনটি স্থায়ী এবং কোনটি ক্ষণস্থায়ী, কিভাবে ঈশ্বরকেন্দ্রিক জীবনযাপন করতে হয়। প্রজ্ঞা সম্পন্ন একজন যুবক সহজে ভুল পথে ধাবিত হয় না।

❖ **বুদ্ধি:** বুদ্ধির দান মানুষকে গভীর সত্য উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। শুধু বাইবেল পড়াই যথেষ্ট নয়; তার প্রকৃত অর্থ বুঝে জীবনে প্রয়োগ করাও গুরুত্বপূর্ণ।

❖ **বিবেক:** বিবেক হলো আয়নার মতো। কারণ এখানে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনকে দেখতে পাই এবং উপলব্ধি করি কোন পথে চলব, কাদের সাথে বন্ধুত্ব করব এবং আমার জন্য কি করা উচিত হবে। যুবাজীবনে আমাদের বিবেকের কণ্ঠস্বর শোনার চেষ্টা করতে হবে তাহলেই আমাদের জীবনের নানা চ্যালেঞ্জ আমরা শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে পারব।

❖ **মনোবল:** আমরা যুবক-যুবতীরা চলার পথে অনেকবারই হোঁচট খাই এবং আশা হারিয়ে ফেলি কিন্তু পবিত্র আত্মা আমাদের মনোবল প্রদান করেন যেন আমরা সাহসী হয়ে উঠি। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা সত্য বলতে ভয় পাই। কিন্তু মনোবল আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে, বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতে অনুপ্রেরণা দান করে।

❖ **জ্ঞান:** আজকের যুগে অনেক জ্ঞান ও তথ্য থাকলেও প্রকৃত জ্ঞানের অভাব দেখা যায়। পবিত্র আত্মার জ্ঞান আমাদের যুবকদের শেখায় পৃথিবীর সবকিছু ঈশ্বরের দান, মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে, জীবনের প্রতিটি বাস্তবতায় ঈশ্বরের প্রশংসা করতে।

❖ **ধর্মানুরাগ:** বর্তমানে খুব সাধারণ একটি সমস্যা হলো আমরা গির্জা, প্রার্থনা এবং মাণ্ডলিক কাজে একটু বেশি অনীহা প্রকাশ করি। পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে তাই ধর্মানুরাগ অর্থাৎ ধর্মের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করেন।

❖ **ঈশ্বরভীতি:** ঈশ্বরভীতি মানে আতঙ্কিত হওয়া নয় বরং ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। পবিত্র আত্মার এই দান আমাদের যুবসমাজকে পাপ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে।

যুবক-যুবতীদের জীবনে পবিত্র আত্মার প্রভাব

❖ যিশুর শিষ্যেরা প্রথমে অত্যন্ত ভীত ছিলেন কিন্তু পবিত্র আত্মাকে লাভ করার পর তারা নির্ভীকভাবে মঙ্গলসমাচার প্রচার করেন। একইভাবে আজকের যুবাজীবনেও পবিত্র আত্মা সাহস জোগান। অনেক যুবক সত্য কথা বলতে ভয় পায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দ্বিধা করে। কিন্তু পবিত্র আত্মা তাদের ন্যায়ের পথে দৃঢ় থাকতে সাহায্য করেন। একজন যুবক যখন পবিত্র আত্মার পরিচালনায় জীবন যাপন করে, তখন সে সমাজের অন্যায়, দুর্নীতি ও অসত্যের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর হতে পারে।

❖ যুবক বয়সে নানা ধরণের পরীক্ষা প্রলোভন আসে। বন্ধু নির্বাচনে অসচেতনতা, খারাপ পরিবেশ এবং সামাজিক নানা চাপ অনেক সময় আমাদের যুবাবন্ধুদের বিপথে নিয়ে যায়। ঠিক সেই সময় পবিত্র আত্মা ঈশ্বর মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে এবং পাপের হাত থেকে উদ্ধার করে। তবে আমরা অনেক সময় অসচেতনভাবে খ্রিস্টের সাথে যোগাযোগ রাখতে বিচ্ছিন্ন হই কারণ আমরা স্বাধীনতা খুঁজতে গিয়ে নিজেদের পরাধীন করে তুলি। কিন্তু যিশু তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সহায়ক আত্মার মধ্য দিয়ে আমাদের সর্বদা রক্ষা করে থাকেন। সাধু পল বলেছেন, "তোমাদের দেহ হলো পবিত্র আত্মার মন্দির।" আমাদের যুবাজীবনে যখন এই উপলব্ধি করতে পারব তখন আমরা সত্যিকারের একজন পবিত্র মানুষ হতে পারব। যখন আমরা পাপে পতিত হই তখন পবিত্র আত্মাই আমাদের রক্ষা করে। পবিত্র আত্মার প্রভাবে একজন যুবক-

১. মন্দতা থেকে দূরে থাকে।

২. অশ্লীলতা বা নোংরামি পরিহার করে।

৩. সৎ জীবন-যাপন করতে অনুপ্রাণিত হয়।

৪. প্রার্থনাময় জীবন গড়ে তোলে।

❖ পবিত্র আত্মা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উন্নতি নয় বরং সমাজ ও মাতামণ্ডলীর জন্য কাজ করতে আমাদের অনুপ্রেরণা দেন। যুবকরা যখন পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলবে তখন তারা হয়ে উঠবে একজন দায়িত্বশীল নেতা। বর্তমানে মণ্ডলী, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অনেক সময়ই পবিত্র আত্মার অভাব দেখা যায়। কারণ আমরা পবিত্র আত্মার দেখানো পথে চলি না। পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে সেবার মনোভাব, দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা ও ত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টি করে। এভাবেই পবিত্র আত্মার প্রভাবে একজন যুবক ভবিষ্যৎ সমাজ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হতে পারে।

❖ পঞ্চাশত্তমীর দিনে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ একই মঙ্গলসমাচার বুঝতে পেরেছিল। এটি ছিল ঐক্যের প্রতীক। আজকে যদি আমরা আমাদের খ্রিস্টান সমাজের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান যার মধ্যে রয়েছে সামাজিক বিভেদ, হিংসা, মনোমালিন্য, বিদ্বেষ ইত্যাদি। ক্রেডিট ইউনিয়নের নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও বর্তমানে নানা সমস্যার ও বিচ্ছেদের সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষভাবে যুবক-যুবতীরা নিজ ভাই-বোনের সাথেও কথা বলতে চায় না। কিন্তু পবিত্র আত্মার অবতরণের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এক যুগান্তকারী বার্তা আমরা যেন এক ও ঐক্যবদ্ধ হই, এর মধ্য দিয়ে আমরা খ্রিস্টের সেবা করে যেতে পারব।

❖ মণ্ডলীর উপাসনা এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ক্ষেত্রেও পবিত্র আত্মা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। খ্রিস্টীয় উপাসনাকে এমন একটি কার্যকলাপ হিসেবে বোঝা হয় যা আত্মার দ্বারা পরিচালিত এবং শক্তিপ্রাপ্ত, যার মাধ্যমে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সহভাগিতা লাভ করে। নতুন নিয়মে প্রার্থনা, প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রায়ই পবিত্র আত্মার কার্যকলাপ যুক্ত থাকে। আমরা যুবক-যুবতীরা মণ্ডলীর উপাসনায় ও আধ্যাত্মিক জীবনে দুর্বল। পবিত্র আত্মা আমাদের সহায়তা করেন যেন মণ্ডলীর পুণ্য উপাসনায় যোগ্য অংশগ্রহণ করতে পারি। পবিত্র আত্মার আশীর্বাদে আমরা যুবারা মণ্ডলীর পুণ্যকাজের যোগ্য অংশীদার হতে পারি।

পবিত্র আত্মার আলোকে যুবাদের করণীয়

১. নিয়মিত প্রার্থনা করা যার মাধ্যমে মানুষ পবিত্র আত্মার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে।

২. ঈশ্বরের বাণী আমাদের যুবক-যুবতীদের সঠিক পথে পরিচালিত করে তাই আমাদের উচিত প্রতিদিন বাইবেল পাঠ করা।

৩. ভালো বন্ধু হলো আধ্যাত্মিক জীবনের সহায়ক তাই আমাদের সৎ ও সঠিক বন্ধু বেছে নিতে হবে।

৪. যুবসংঘ, গানের দল, ধর্মশিক্ষা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ যুবকদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে তোলে। তাই আমাদের মণ্ডলীর কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৫. দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সেবা পবিত্র আত্মার কার্য প্রকাশ করে। তাই যুবক-যুবতীদের সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৬. মোবাইল ও ইন্টারনেট ভালো কাজে ব্যবহার করা উচিত।

৭. পবিত্র আত্মার দান ও ফল জীবনে বাস্তবায়ন করা।

৮. পরিবেশ সুরক্ষায় অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রকৃতির সুরক্ষায় ভূমিকা পালন করা।

৯. পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ করতে। তাই আমরা যুবক-যুবতীরা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় সকলের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকা প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারি।

১০. বন্ধু, পরিবার ও সমাজে শান্তি ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করা।

আধ্যাত্মিক রূপান্তর খ্রিস্টীয় মুক্তি ও শিষ্যত্বের ধারণার একটি কেন্দ্রীয় বিষয় পবিত্র আত্মা বাইবেলীয় ও ধর্মতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে এই রূপান্তরের প্রধান উৎস হিসেবে পবিত্র আত্মার কাজ বিবেচনা করা হয়। যুবক-যুবতীরা স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠবে এটাই মণ্ডলীর প্রত্যাশা তবে পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক নানা বাস্তবতার কারণে আমাদের যুবকরা হতাশা-নিরাশার মধ্যে থাকে। সেই বাস্তবতা থেকে উত্তরণের জন্য পবিত্র আত্মা আমাদের পরিচালনা করেন যেন আমরা ঈশ্বরের মানুষ হয়ে উঠি। যুবক-যুবতীরা যদি পবিত্র আত্মার দেখানো পথে চলে তাহলে তারাই আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তনের অন্যতম কারিগর হয়ে উঠতে পারে। অতএব, পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বে আমাদের সকল যুবক-যুবতীর প্রার্থনা হওয়া উচিত-

" হে পবিত্র আত্মা, এসো।
আমাদের হৃদয় নবায়ন করো,
সত্যের পথে পরিচালিত করো
এবং তোমার প্রেমের আলোয়
আমাদের জীবন আলোকিত করো।"

কোরবানি হয়ে উঠুক ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত

জেভিয়ার শিয়োন বল্লভ

কোরবানি শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় অনুশীলন নয়; এ এক আধ্যাত্মিক যাত্রা, হৃদয়ের গভীরে স্রষ্টার প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসা ও আত্মসমর্পণের অনুপম বহিঃপ্রকাশ।

হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সেই চিরন্তন ত্যাগের কাহিনী আমাদের শেখায়–আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা যখন পরম শুদ্ধতায় পৌঁছে যায়, তখন মানুষের প্রিয়তম বস্তুটিও ত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে না। তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে আল্লাহর নির্দেশে কোরবানি দিতে প্রস্তুত হওয়াটা কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরং প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে গাঁথা আধ্যাত্মিক এক আদর্শ। এই আর্দশ আমাদের শেখায় স্রষ্টার সবকিছুই তাঁর দান। আমাদের পাপময়তা, ভোগ-বিলাসিতা আমাদের অহংকারী করে তোলে ফলে তিনি আমাদের কাছে সুযোগ দেন আমরা তাঁর বাধ্য হই। আমাদের প্রিয় বস্তুকে ত্যাগ করি।

কিন্তু বর্তমান সময়ে কোরবানির আধ্যাত্মিকতা অনেক সময় আড়ালে পড়ে যায় বাহ্যিক আয়োজনের ভিড়ে। দামি গরু কেনা, প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনী, সামাজিক মাধ্যমে ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া–সবই যেন লোক দেখানো উৎসবে পরিণত হয়েছে। কোরবানির মূল উদ্দেশ্য ত্যাগ হলেও, আমরা অনেক সময় ভোগ-বিলাসিতা ও অহংকারে ডুবে যাই। দামি পশু কেনার গর্ব, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সীমিত বিতরণ, কিংবা ফ্রিজে রেখে মাসের পর মাস মাংস ভোগ করা–এসবই কোরবানির মহিমাকে ক্ষুণ্ন করে।

প্রকৃত কোরবানি তখনই পূর্ণ হয়, যখন আমরা দরিদ্র, অভাবী ও অচেনা মানুষের দিকে দৃষ্টি দিই। তাদের হাতে প্রাপ্য অংশ তুলে দেওয়ার সময় আমাদের আচরণ হোক বিনম্রতা ও ভালোবাসায় পূর্ণ। লোক দেখানোর জন্য নয়, বরং হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে খাঁটি নিবেদনের অনুভূতিতে দান করা উচিত। এমনকি সামান্য খাদ্যও যদি আমরা দীন মানুষের হাতে তুলে দিতে পারি, সেটিই হয়ে উঠতে পারে আত্মিক জাগরণের বড় কোরবানি।

আমরা যেন কোরবানির এই উপলক্ষে শুধু আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতজনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকি। বরং আমাদের আশেপাশে থাকা অচেনা, অবহেলিত, সত্যিকার অর্থে গরীব ও অভাবী মানুষের দিকেও যেন দৃষ্টি রাখি। কোরবানির মাংস বিতরণে আমাদের আচরণ হোক বিনম্র ও ভালোবাসায় পূর্ণ–তাদের উপস্থিতিকে যেন আমরা বোঝা নয়, বরং সুযোগ হিসেবে দেখি। আমরা যেন একমুঠো নয়, শরিয়তের বিধান অনুযায়ী প্রাপ্য অংশটুকু তাদের হাতে তুলে দিই, লোক দেখানোর জন্য নয়, বরং হৃদয়ের গভীর থেকে খাঁটি নিবেদনের অনুভূতি থেকে। এই নিঃস্বার্থ দানই কোরবানিকে করে তোলে পূর্ণাঙ্গ, মানবিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সফল।

এই কোরাবানি ঈদ হোক বাহ্যিক উৎসবের বাইরেও আত্মিক জাগরণের অনন্য সুযোগ। ত্যাগই যে আসল মহিমা; সে সত্য আমরা যেন অন্তরে ধারণ করি।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

কোরবানির ঈদ

আবু নেসার শাহীন

ঈদুল আয্হা বাঙালি মুসলমানদের কাছে কোরবানির ঈদ নামে পরিচিত। ঈদুল আয্হা আরবি শব্দ। বাংলা হলো ত্যাগের উৎসব। এ দিনটিতে সকালে মুসলমানেরা ঈদগাহে বা মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত সালাদ বা নামাজ আদায় করে। তারপর আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী বিভিন্ন পশু কোরবানি করে থাকে। পশু কোরবানির মাংস গরীব মানুষ ও আত্মীয়দের মাঝে বিতরণ করে এবং নিজে খাওয়ার জন্য রাখে। মহান আল্লাহ্ মানুষকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন তার মধ্যে ঈদুল আয্হা অন্যতম। আবার এটি সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার এক অনন্য মাধ্যম এবং ত্যাগের মহিমায় ভাস্কর। মুসলিম ধর্মের মানুষ যে ইবাদত করে তা কেবল সৃষ্টিকর্তাকে খুশি করার জন্য। কোরবানি হলো আল্লাহর একটা বিধান। মূলত জিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত এটি পালন করা হয় ।

কোরবানি এলো কেমন করে: পবিত্র কোরআনে হযরত আদম (আ.) - দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের কোরবানির কথা উল্লেখ আছে। তবে বর্তমানে মুসলিম জনগোষ্ঠী যে কোরবানি পালন করে তা হলো হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং তার পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) এর আত্মত্যাগের এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.) স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে তার সবচেয়ে প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) -কে আল্লাহর নামে কোরবানি করতে উদ্যত হয়েছিলেন। মহান স্রষ্টা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এ আত্মত্যাগে সন্তুষ্ট হলেন এবং হযরত ইসমাইল (আ.) এর পরিবর্তে একটি দুম্বা কবুল করেন। এ মহান ত্যাগের স্মৃতি রক্ষার্থেই মহার রব উম্মতে মুসলমানদের জন্য কোরবানি ওয়াজিব করেছেন।

কোরবানি সব মানুষের জন্য না। সামর্থ্যবান মুসলমানদের জন্য কোরবানি ওয়াজিব। তার মানে মুসলিম হলেই যে তাকে কোরবানি দিতে হবে এমন কিন্তু না। তাহলে কারা কোরবানি দিবে ? মহান স্রষ্টা খুবই দয়াবান। প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের প্রত্যেক মুসলিম; যিনি ১০ জিলহজ ফজর থেকে ১২ জিলহজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের (সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্না তোলা রূপা বা সমমূল্যের নগদ টাকা) মালিক হন; তার ওপর কোরবানি ওয়াজিব। এটিই মুসলিম সমাজের বিধান।

নবীজিকে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কোরবানি আদায় করুন (সুরা কাওসার-২)। তাই কোরবানি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সব নবীর যুগেই কোরবানি পালিত হয়েছে।

কোরবানি দিতে হবে শরিয়ত যে ধরনের পশু পছন্দ করে। যেমন উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি দিয়ে। এ ধরনের পশুকে কোরআনের ভাষায় বলা হয় 'বাহিমাতুল আনআম' অহিংস্র গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) গরু, উট, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ছাড়া অন্য কোন পশু দিয়ে কোরবানি করেন নি বা অনুমোদনও করেন নি। তাই এসব পশু দিয়েই কোরবানি করা সুন্নত। আর শরীয়তের পরামর্শ হলো হৃষ্টপুষ্ট, বেশি মাংস, দেখতে সুন্দর পশু কোরবানি করা। কোরবানি পশু সব ধরনের ত্রুটিমুক্ত হওয়া চাই।

বারা ইবনে আজেব (রা.) থেকে বর্ণিত, চার ধরনের পশু দিয়ে কোরবানি করা জায়েজ না। যেমন অন্ধ, রোগা, পঙ্গু এবং আহত। নাসায়ির বর্ণনায় আহত শব্দের জায়গা 'পাগল' বলা হয়েছে। আবার শিং ভাঙা, কান কাটা, লেজ কাটা, ওলান কাটা, লিঙ্গ কাটা ইত্যাদি ধরনের পশু দিয়ে কোরবানি করাকে মাকরুহ বলেছেন ফকিহরা।

ভেড়া, দুম্বা, ছাগল এসব পশু একজন কোরবানি করতে পারবেন। উট, গরু, মহিষ সর্বোচ্চ সাতভাগে কোরবানি দেওয়া যাবে। পশু জবাই করার সময় পশুকে খুব আদর করে কষ্ট না দিয়ে জবাই করার নির্দেশ দিয়েছেন রাসুল (সা.)।

মহান আল্লাহ বলেন, আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কোরবানির নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছি (সুরা হজ আয়াত -৩৪)। ফকিহরা বলেছেন, উটের বয়স পাঁচ বছর, গরু বা মহিষ দুই বছর, ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা এক বছরের হওয়া শর্ত। জ্ঞানী লোকদের মতে, বয়স কম কিন্তু দেখতে নাদুসনুদুস এমন পশু দিয়ে কোরবানি করা জায়েজ। কোরবানির পশুর মধ্যে যদি খুঁত থাকে তাহলে সে পশু দিয়ে কোরবানি করা ঠিক না। তবে যে পশুর ৫০% শিং বা কিছু শিং ফেটে বা ভেঙে গেছে বা একেবারেই শিং উঠেইনি সে পশু কোরবানি করা জায়েজ আছে। গর্ভবতী পশু কোরবানি করাও জায়েজ।

জবাইয়ের পর যদি বাচ্চা জীবিত পাওয়া যায় তাহলে সেটাও জবাই করতে হবে। তবে প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসলে সে পশু কোরবানি করা মাকরুহ।

ক্রেতা যদি সন্দেহ পোষণ করে বা পশু দেখে সঠিক অনুমান করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পশু বিক্রেতা যদি স্বীকার করে পশুর বয়স পূর্ণ হয়েছে এবং পশুর শরীরের অবস্থা দেখেও তাই মনে হয় তাহলে বিক্রেতার কথ ার ওপর নির্ভর করে পশু কেনা বা কোরবানি করা যাবে।

প্রচলিত ধ্যান-ধারণা হলো এই যে, কোরবানির মাংস সমান তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। একভাগ নিজের জন্য একভাগ আত্মীয় স্বজনের জন্য এবং আর একভাগ গরীব বা মিসকিনদের জন্য। কিন্তু এ বিষয়টি ছহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, তা হতে তোমরা নিজেরা খাও। এবং হতদরিদ্রদের খাওয়াও (আল-হজ ২২/২৮)। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা তা থেকে খাও এবং মিসকীন ও ফকিরকে খাওয়াও (আল - হজ ২২/৩৬)। তিন ভাগের বিষয়টি ঠিক নয়। কোরআন এবং হাদিসে এর কোন ব্যাখ্যা নেই।

কোরবানির মাংস কতদিন রাখা যাবে? প্রথম দিকে রাসুল (সা.) তিন দিনের বেশি কোরবানির মাংস রাখতে নিষেধ করেছিলেন। অতঃপর পরিস্থিতি বিবেচনা করে আবার ঘোষণা করলেন, তোমরা খাও। দান কর। জমা রাখ। (ছহীহ মুসলিম হা/১৯৭১)

হযরত ইব্রাহীম (আ.) তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) হলেন ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত নবী। তাদের ত্যাগের ওপর ভিত্তি করেই মুসলিম উম্মাহর অন্যতম প্রধান উৎসের একটি হলো ঈদুল আযহা। এবং কাবা শরীফ নির্মিত হয়। সৌদি আরবে মক্কায় অবস্থিত আল্লাহর অশেষ রহমতে সৃষ্ট জমজম কূপের পানি। তাদের এই অবিচল বিশ্বাস, চরম ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি শর্তহীন আত্মসমর্পণের আদর্শ পুরো মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় ও শিক্ষণীয়।

বাংলাদেশে হাটে মাঠে ঘাটে রাস্তার ওপর বাড়ির আঙিনায় গরু জবাই করা হয়। আবার কানাডায় মুসলিমরা নিদিষ্ট হালাল স্লটারহাউস (কসাইখানা) বা খামারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইসলামিক শরীয়াহ মেনে কোরবানি করেন।

(বাকি অংশ ১৪ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

যে দক্ষতা ছাড়া ভবিষ্যতে চলা কঠিন হবে

উইলিয়াম জেরিয়েল

সবাই সামনের দিকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছে। আমি যদি আমাকে প্রশ্ন করি আমি কি সামনের দিকে অর্থাৎ উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছি। নাকি পিছনের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছি। যদি উত্তর হয় উন্নতির দিকে আমি অগ্রসর হচ্ছি তবে বিষয়টি সুখকর, কিন্তু যদি উত্তর না হয় তবে বিষয়টি বেদনার। কেননা আমি কি কারণে পিছিয়ে যাচ্ছি তার অনুসন্ধান আমাকেই করতে হবে। এই প্রশ্ন যদি আপনি নিজেকে করেন যে আপনার অবস্থান কোথায়। আপনি কি সামনের বা উন্নতির দিকে বহমান নাকি অবনতির দিকে বেগবান। যদি আপনি উন্নতির পথে থাকেন তবে ভালো কথা। আর যদি আপনি বুঝতে পারেন যে উন্নতি হচ্ছে না তবে আপনাকে উন্নতি না হবার কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং নিজের উন্নয়নে জোড় প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আমরা সবাই জীবনে ভাল কিছু করতে চাই। সামনে এগিয়ে যেতে চাই। আমরা কেউ পিছিয়ে থাকতে চাইনা। স্কুলে সবাই প্রথম হতে চায়, চাকুরি ক্ষেত্রে সবাই পদোন্নতি প্রত্যাশা করে। কিন্তু সত্যি কথা হলো সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সহজ বিষয় নয়। বর্তমানে কাজে দক্ষতা অর্জন; অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য কাজে দক্ষতা থাকলে উন্নতি এমনি এমনি চলে আসবে। আবার আমরা বেশ কিছু প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজে দক্ষতা অর্জন করেও আমরা আমাদের উন্নতি সাধন করতে পারি।

যে দক্ষতা গুলো আপনাকে সফলতা এনে দিতে পারে এবং যে দক্ষতা ছাড়া আপনি আগামীতে আরো পিছিয়ে পরবেন, আসুন সে সম্পর্কে জেনে নেই।

১) যোগাযোগে দক্ষতা অর্জন: স্যার বলেছেন ফ্যান বন্ধ করতে, আপনি যদি লাইট বন্ধ করেন তবে কি ভালো যোগাযোগ হবে। না এমন যোগাযোগ আমাদের প্রয়োজন নেই। তাই সঠিক ভাবে কথা শোনার চেষ্টা করতে হবে। তাই সঠিক ভাবে কথা বলতে পারতে হবে, যেন কথা সহজে বুঝতে পারা যায়। সঠিক ভাবে লিখে অপরকে বুঝাতে পারা এবং যে কোন কিছু সঠিক ভাবে পড়তে পারার দক্ষতা থাকতে হবে। তাহলেই আমরা যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করতে পারবো।

২) নেতৃত্ব দানে দক্ষতা অর্জন: বর্তমান সময়ে সব জায়গায় নেতৃত্বের খুব অভাব আমরা লক্ষ্য করছি। সেই কারণে নেতৃত্ব দানে যারা দক্ষ তারা উন্নতির পথে সহজে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে আমরা যারা নেতৃত্বে দুর্বল তারা ক্রমাগত পিছিয়ে পরছি। তাই আমাদের আরো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে নেতৃত্ব বিকাশের জন্য। নিজে নিজে পড়াশুনা করে ছোট ছোট কাজে নেতৃত্ব প্রদান করে আমরা ভালো নেতৃত্ব দিতে পারি।

৩) সময় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন: আমরা প্রায় একটি কথা বলি যে, সময় কথা বলে। আমরা আরো বলি যে, সময়ের কাজ সময় মত করতে হবে কেননা সময় চলে গেলে আর সাধন হবে না। কিন্তু আমরা কথা অনুযায়ী

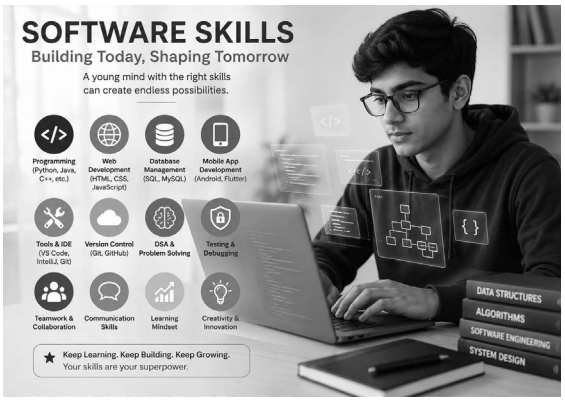

সময়ের সাথে চলতে পারিনা। আমাদের সমাজে সময়-জ্ঞানের অনেক অভাব। অন্যদিকে যারা সময় সচেতন তারা সময় ব্যবস্থাপনায় অনেক বেশি সচেতন। প্রতিটি সময়ের মূল্য তারা দিতে জানে তাই তারা উন্নত। আমরা প্রায়ই বলি আমার সময় নাই, আমি অনেক ব্যস্ত। ইজি কাজে বিজি। সময় চলে গেলে তারা সময় এর মূল্য দেয়।

৪) সমস্যা সমাধানে দক্ষতা অর্জন: বর্তমানে সমস্যা তৈরি করার অসংখ্যা মানুষ থাকলেও সমাধান করার মানুষ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। ঠিক এ কারণে আপনি এগিয়ে থাকবেন অন্য যে কারো চেয়ে। তাই সমস্যা সমাধানের চর্চা করতে হবে। যে সমস্যা তৈরি করে, পরিচালক কি তাকে খুঁজবেন না কি যে সমস্যা সমাধান করবে তাকে খুঁজবেন, আপনি এখন বলুন।

৫) প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন: আমরা আগে বলতাম যে knowledge is power, কিন্তু বর্তমানে বলা হয় যে Technology is power. তাই আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে আমাদের প্রযুক্তি দক্ষতা অর্জন আবশ্যই। আগামীতে চাকুরির বাজারে টিকে থাকতে প্রযুক্তির কোন বিকল্প নেই। কিন্তু আমরা যদি ভয় পেয়ে বলি আমি ভাল বুঝিনা, আমাকে দিয়ে হবেনা তবে সত্যিই আমাকে দিয়ে হবে না।

৬) আবেগিক বুদ্ধিমত্তা দক্ষতা অর্জন: শুনতে একটু নতুন মনে হতে পারে। না একটু না ভালোই নতুন বিষয়টি। আমিও বিষয়টি নতুন বলেই বেশি জানার চেষ্টা করেছি । হ্যাঁ, আবেগিক বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যেতে পারে আমার আপনার স্বপ্নের কাঙ্ক্ষিত চূঁড়ায়।

৭) দলীয় কাজে দক্ষতা অর্জন: দলীয় কাজ সব সময় সুখের নয়। মাঝে মাঝে দলীয় কাজ অনেক কষ্টের হতে পারে। তবে দলকে সাথে নিয়ে কাজের দক্ষতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। দল ভালভাবে পরিচালনা করতে পারলে সাফল্য অনেক সহজ হয়ে যায়।

৮) বিশ্লেষণাত্মক চিন্তার দক্ষতা অর্জন: সহজ বিষয়কে সহজ ভাবে দেখা, এটাই তো সঠিক; তাই না! আমরা সাধারণত কি করি, কঠিন বিষয়কে সহজ করে দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের মাঝে অনেকে আছেন যে সহজ বিষয়কে অতি সহজে গ্রহণ করতে চান না। তিনি একটু ব্যতিক্রম, তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেন। কারণ তিনি অনুসন্ধান করেন, ঘটনার বিশ্লেষণ করে সত্য সন্ধান করেন।

৯) ক্রমাগত শেখার দক্ষতা অর্জন: কথায় আছে যে অল্প বিদ্যা ভয়ংকর। আবার আমরা শুনেছি, যে গাছের ফল নাই সেই নিজেকে উঁচু গাছ বলে দাবি করে, ফল বেশি হলে গাছ মাটিতে নুয়ে পড়ে। বিদ্বান ব্যক্তি বেশী জানার চেষ্টা করে। সে যত জানে, নিজেকে সে তত কম জানে বলে মনে করেন। তাই জানার চেষ্টা শেখার আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি করতে হবে।

পরিশেষে, বলতে পারি যে উপরোক্ত আটটি বিষয় অতি গুরুত্বপূর্ণ সেই সাথে অন্যান্য আরো কিছু দক্ষতা অর্জন করতে হবে তবেই আমরা আগামীর প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে পরবো। অন্যথায় আমাদের পক্ষে সামনে এগিয়ে চলা কঠিন হবে। আসুন, আমরা আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে আরো সচেষ্ট হই।

চাঁদ আমাদের প্রতিবেশি বন্ধু

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

যুগ যুগ ধরে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে মানুষ আমরা মুগ্ধ হয়েছি। রাতের গভীর অন্ধকারে অযুত তারার সাথে স্নিগ্ধ আলো ছড়ানো চাঁদ আমাদের মনন ও কল্পনার এক বিশাল আকাশ জুড়ে অবস্থান করছে। আধুনিক-বিজ্ঞান ও মহাকাশ-গবেষণার কল্যাণে আমাদের সামনে ক্রমেই এই চাঁদের প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে। কল্পনার ও রোমান্টিকতার আড়ালে চাঁদের যে এক কঠিন ও রুক্ষ সত্য লুকিয়ে আছে, তা বড়ই বিস্ময়কর!

আমরা জানি, চাঁদের নিজের কোনো আলো নেই। সূর্যের আলোতেই সে নিজে আলোকিত হয় এবং সেই ধার করা আলো পৃথিবীতে বিকিরণ করে, চাঁদ আমাদের রাতের অন্ধকার দূর করে। অথচ চাঁদের এই ধার করা আলোর সৌন্দর্যে যুগ যুগ ধরে মুগ্ধ হয়েছেন কবি-সাহিত্যিকরা। প্রেমিক-প্রেমিকা এই স্নিগ্ধ মোহনীয় আলোয় খুঁজে পান নিজেদের প্রেমের উপমা ও পূর্ণতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন,

'হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ
এই হল তার বুলি।
দিবস রজনী যেতেছে বহিয়া,
কাঁদে সে দু'হাত তুলি।'

আমাদের মায়েরা পরম মমতায় কোলের শিশুকে ঘুম পাড়ান 'আয় আয় চাঁদমামা...!' বলে। আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি আর অনুভূতির পরতে পরতে জড়িয়ে আছে এই কমনীয় চাঁদ!

কিন্তু বাস্তবে এই 'চাঁদমামার' না আছে সেই কল্পিত রূপ, না আছে মনোরম কোনো সৌন্দর্য! দূর থেকে যাকে রূপার থালার মতো মসৃণ আর উজ্জ্বল দেখায়, যাকে প্রেম-ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয় তার আসল রূপটি বড়ই নীরস এবং নির্মম। মহাশূন্য থেকে প্রবল গতিতে ধেয়ে আসা গ্রহাণু আর উল্কাপিণ্ড অনবরত চাঁদের বুকে আঘাত হানছে। পৃথিবীর মতো চাঁদের চারদিকে সুরক্ষাদায়ী কোনো বায়ুমণ্ডল নেই। ফলে কোনো বাধা ছাড়াই মহাজাগতিক কঠিন বস্তু সজোরে আছড়ে পড়ছে তার মাটিতে। চাঁদের বুক তাই ক্ষতবিক্ষত, অগণিত বড় বড় গর্ত বা 'ক্র্যাটারে' ভরা। মহাজাগতিক দ্রুত-ধাবমান বস্তু-কণার আঘাতেই তার শরীর এমন জর্জরিত। তাইতো আমাদের কবি কাজী নজরুল ইসলাম গেয়েছেন, 'চাঁদেরে কে চায়, জোছনা সবাই যাচে ...!' সত্যিই তো, মানুষ হিসেবে আমরা বস্তুত চাঁদের রুক্ষ অবয়বকে খুঁজি না। আমরা খুঁজি তার গা বেয়ে ঝরে পড়া সেই মায়াবী জোছনাকে! আবার যৌবনের কবি সুকান্ত পূর্ণিমার জ্বলজ্বলে চাঁদকে 'ক্ষুধার রাজ্যে ঝলসানো রুটি' হিসেবে দেখেছেন। বলা যায়, চাঁদের প্রকৃত রুক্ষতার চেয়ে, সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত রূপ ও তার সৃজনী প্রভাবই আমাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে। চাঁদের কমনীয় জোছনা আমাদের নয়ন-মন জুড়ায়! অমৃত-সুধা রূপে আমাদের অন্তরকে বিমোহিত করে। কবিকে কাব্যরসে উন্মাতাল করে। শিল্পীকে করে উদ্বেলিত!

তবুও এই ক্ষতবিক্ষত উপগ্রহটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। তার নিজস্ব আলো না থাকলেও, মহাকাশে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশি হিসেবে তার এই নীরব অবস্থান পৃথিবীকে দারুণভাবে উপকৃত করে। চাঁদের মহাকর্ষীয় টানের ফলেই পৃথিবীর সমুদ্রে ও নদীতে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হয়। এই জোয়ার-ভাটা সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রকে সচল রাখে এবং পৃথিবীর ঘূর্ণন গতিকে প্রভাবিত ক'রে প্রকৃতির মাঝে এক অপূর্ব স্থিতি-অবস্থা বজায় রাখে। এই চাঁদকে কেন্দ্র করেই ঈদ, পূজা-পার্বণ, উৎসবের আয়োজন হয়। মানুষ আমরা আমাদের সত্তায় পূর্ণিমার ও অমাবস্যার জোয়ারের প্রতিক্রিয়া অনুভব করি। চন্দ্রগ্রহণের সময় গর্ভবতী মায়েরা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেন। এবং এই চাঁদকে উপলক্ষ ক'রেই মানুষের আচরিত সংস্কৃতিতে নানান প্রচলিত আচার-উপাচারের আয়োজন হয়ে থাকে।

তো এই রুক্ষ চাঁদ না থাকলে কী হতো আমাদের এই পৃথিবীর? বিজ্ঞানীরা বলেন, চাঁদ না থাকলে পৃথিবীর আহ্নিক গতি অনেক বেড়ে যেত, দিন-রাতের হিসাব বদলে যেত। আবহাওয়া হয়ে উঠত চরম-ভাবাপন্ন এবং হয়তো পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশই অন্যরকম হতো। চাঁদের বুকে যে অগণিত ক্ষত, তা যেন পৃথিবীরই স্থিতিশীলতা বজায় রাখার এক নীরব সাক্ষ্য।

তাই চাঁদ নিজে রুক্ষ হলেও, পৃথিবীকে সে সাজিয়েছে প্রাণের স্পন্দনে। বাস্তবের চাঁদ যতই ক্ষতবিক্ষত আর বায়ুহীন হোক না কেন, পৃথিবীর আকাশে সে চিরকালই এক পরম নির্ভরতা এবং আমাদের কল্পনার অবিচ্ছেদ্য এক সুন্দরতম উপমা হয়েই থাকবে। চাঁদের এই রুক্ষতাই প্রমাণ করে, সৌন্দর্য কেবল বাহ্যিক রূপে নয়, বরং অন্যের জীবনে তার প্রভাব ও অবদানের মাঝেই প্রকৃত সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে। আমরা জোছনা চেয়ে যাই, আর চাঁদ নিজেকে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ ক'রে পূর্ণিমায় সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অমাবস্যায় নিজেকে আড়াল করে নেয়।

চাঁদ যে কেবল আমাদের রূপকথার সঙ্গী তা নয়, বরং সে এক নীরব প্রহরী হয়ে নিজের বুকে আঘাত সয়ে পৃথিবীকে সুরক্ষিত রেখেছে। তার এই রুক্ষতা আসলে পৃথিবীর জন্য এক আশীর্বাদ। চাঁদ নিজে বায়ুমণ্ডলহীন বলয়ে বন্ধুর পাথুরে ভূমিতে পূর্ণ হয়েও এক হিতৈষী প্রতিবেশি হয়ে আমাদের পৃথিবীকে, তার জীব-বৈচিত্র্যকে সচল রাখছে!

অতি সম্প্রতি (চলতি বছরের ১ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ) আমেরিকার 'নাসা' (National Aeronautics and Space Administration) কর্তৃক আর্টেমিস-২ নামক রকেটে চড়ে চারজন নভোচারী, কমান্ডার রিড ওয়াইজম্যান (নাসার অধীনে ২য় মহাকাশ-যাত্রা), পাইলট ভিক্টর গ্লোভার (নাসার অধীনে ২য় মহাকাশ-যাত্রা), মিশন স্পেশালিষ্ট খ্রীস্টিনা কোচ (নাসার অধীনে ১ম নারী অভিযাত্রী, ২য় মহাকাশ-যাত্রা) এবং মিশন স্পেশালিষ্ট জেরেমি হেনসেন (কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সি, নাসার অধীনে ১ম মহাকাশ-যাত্রা)। ১ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরিডার কেনেডি মহাকাশ কেন্দ্র থেকে আর্টেমিস-২ রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়। ওরিয়ন চাঁদের দূরবর্তী পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪,০৪৭ মাইল (৬,৫১৩ কিলোমিটার) দূরত্বে চাঁদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। নাসার ভাষ্যমতে, পৃথিবী থেকে তারা প্রায় চার লাখ ছয় হাজার সাতশত একাত্তর কিলোমিটার বা দুই লাখ ৫২ হাজার ৭৫৬ মাইল দূরে অবস্থান করেছেন। এ পর্যন্ত মহাকাশে এত দূরে কোনো মানুষ যেতে পারেনি। পৃথিবীর বাইরে

এখন পর্যন্ত সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানে মানুষের যাওয়ার নতুন রেকর্ড গড়লেন আর্টেমিস-২এর নভোচারীরা। আমরা সচরাচর চাঁদের যে অংশ দেখে থাকি, এই অভিযানের অভিযাত্রীরা তার উল্টো দিকেও পরিভ্রমণ করে অভুতপূর্ব রেকর্ড গড়েছেন। চাঁদের নতুন এই রেকর্ড গড়ার সময় পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন নভোচারীরা। প্রায় ৪০ মিনিট যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার পর আবার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বিষয়টি নভোচারীদের জন্য ছিল সবচেয়ে বেশি উত্তেজনার। তাঁরা চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছে অতি কাছাকাছি দূরত্ব থেকে আরও নিখুঁতভাবে চাঁদের বিভিন্ন তথ্য, ছবি, ভিডিও সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

আর্টেমিস-২এর বহির্গমন-যাত্রা ও চন্দ্র-পার্শ্ব-অতিক্রমী উড়ান মিলিয়ে প্রায় চার দিন সময় লাগে ওরিয়নের। এ সময় নভোচারীরা মহাকাশযানের সিস্টেম পর্যবেক্ষণ করেন, গভীর মহাকাশের সুদূরবর্তী ভ্রমণের প্রভাব নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং প্রয়োজনে গতিপথ সংশোধন করেন। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ ব্যবহার করে ওরিয়ন মুক্ত-প্রত্যাবর্তন গতিপথে পৃথিবীর দিকে ফিরে আসে। উল্লেখ্য, এ যাবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাসার পরিচালনায় মোট ছয় বার চাঁদে অবতরণ করার ইতিহাস রচনা করেছে। সব মিলিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪ বার, রাশিয়ার ২২ বার, চীনের ১০ বার, জাপানের ৬ বার, ভারতের ৩ বার এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ২ বার চাঁদের কক্ষপথ পরিভ্রমণের ইতিহাস রয়েছে। আমাদের পৃথিবী থেকে চাঁদের কক্ষপথে যেতে মাঝের তিনটি মণ্ডল বা স্ফিয়ার অতিক্রম করতে হয়। আমাদের পৃথিবীর অবস্থান রয়েছে ট্রপস্ফিয়ারে। তার চারদিকে বায়ুমণ্ডলের ব্যাপ্তি হল ০-১২ কিলোমিটার। তার উপরে রয়েছে বায়ুমণ্ডলে পরিবেষ্টিত স্ট্রাটোসস্ফিয়ার। স্ট্রাটোসস্ফিয়ারের ব্যাপ্তি হল ১২-৫০ কিলোমিটার। তার উপরে বায়ুবিহীন স্তর মেসোস্ফিয়ার। তার ব্যাপ্তি হল ৫০-৮৫ কিলোমিটার। এরপর থার্মোস্ফিয়ারের ব্যাপ্তি ৮৫-৭০০ কিলোমিটার। সবচেয়ে বাইরের স্তর হল এক্সোস্ফিয়ার। তার ব্যাপ্তি ৭০০-১০,০০০ কিলোমিটার।

এবারের ওরিয়ন নভোযানটি চার নভোচারী নিয়ে পৃথিবী থেকে চাঁদে যাওয়া ও আসার যাত্রায় মোট ৬ লাখ ৯৪ হাজার ৪৮১ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের, জুলাই ১৬ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়োজনে চন্দ্রবিজয়ের সফল অভিযানের সূচনা হয়। এই অভিযানে অংশ নেন দলনেতা নীল আর্মস্ট্রং, কমান্ড মডিউল চালক মাইকেল কলিন্স, এবং চান্দ্র অবতরণযানের চালক বাজ অলড্রিন। চারদিনব্যাপী দীর্ঘযাত্রা পর জুলাই ২০ তারিখে আর্মস্ট্রং ও অল্ড্রিন প্রথম মানুষ হিসাবে চাঁদে পা রাখেন। তখন বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময় নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছে তাদের কল্পনার চাঁদে সত্যই মানুষ পা রেখেছে!

পৃথিবীর বাইরে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানে মানুষের যাওয়ার নতুন রেকর্ড গড়া নাসার আরটেমিস ২ মিশনের মহাকাশযান ওরিয়নে থাকা নভোচারীরা নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। এই চারজন নভোচারী যাত্রার ১০ম দিনে ১১ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটে ক্যালিফোর্নিয়ার কাছাকাছি প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ ক'রে তাঁদের ঐতিহাসিক সফল চন্দ্র-অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এ যেন প্রতিবেশি চাঁদের প্রাঙ্গণে চক্কর দিয়ে ডানপিটে দুরন্ত সন্তানদের স্নেহময়ী মায়ের কোলে ফিরে আসা! মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এবং সারা বিশ্ববাসী অধীর আগ্রহ নিয়ে তাঁদের এই অভিযাত্রার চিত্র অবলোকন করেছেন। তাঁদের সাফল্য দেখে সকলে মুগ্ধ হয়েছেন। পৃথিবীতে ফিরে এসে বিজয়ী চার নভোচারী স্বস্তির ও প্রশান্তির নিঃশ্বাস নিয়েছেন।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিযাত্রীদের অধিনায়ক ওয়াইজম্যানকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এই ঐতিহাসিক অভিযাত্রার সবচেয়ে অবিস্মরণীয় অংশ কোনটি?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা এমন সব দৃশ্য দেখেছি, যা আগে কোনো মানুষ দেখেনি! এমনকি অ্যাপেলো অভিযানের সময়ও না! আমাদের জন্য তা ছিল সত্যি বিস্ময়কর!'

আর্টেমিস-২এর নভোচারীদের সংগৃহীত ছবি ও তথ্য আগের সমস্ত ছবি ও তথ্যের চেয়ে আরও অনেক বেশি স্পষ্ট এবং নিখুঁত হয়েছে। তাঁরা বিগত পঞ্চাশ বছর পর চাঁদের কাছাকাছি গিয়েছেন। আমাদের প্রতিবেশি চাঁদকে প্রদক্ষিণ ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ করেছেন। আশা করা যায় তাঁদের পর্যবেক্ষণ, সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তে নির্ভর করে অদূর-ভবিষ্যতে চাঁদকে কাছে পাওয়ার আরও ব্যাপক অভিযান পরিচালিত হবে। এই চাঁদকে ঘিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের চলমান গবেষণার সফল রূপ, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করবে। আশা করা যায়, চাঁদের বুকে সঞ্চিত সম্পদ রাশি মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে। এমনকি অবকাশ-যাপন করতে মানুষ আমরা সহজেই চাঁদে যেতে পারবো। তখন এই চাঁদকে কেন্দ্র ক'রে জমে উঠবে পর্যটন-ব্যবসায় ও বিশ্ববাণিজ্য। এই চাঁদকে, মঙ্গলগ্রহকে এবং আরও গ্রহ-নক্ষত্রকে কেন্দ্র ক'রে বিশ্বের পরাশক্তিগুলো ক্ষমতার প্রতিযোগিতা নয়, বন্ধুসুলভ সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে নিশ্চয়। যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা বাদ দিয়ে এই বিশ্ব এবং বিশ্ববাসীর সকলের মঙ্গলের জন্য, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে আসবে সকলে। এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার নতুন দুয়ার উন্মোচিত হবে।

(১১ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

সেখানকার কঠোর আইন অনুযায়ী বাড়ির আশেপাশে বা খোলা স্থানে পশু কোরবানি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সৌদি আরবে দুইটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে; হজ্জের সময় এবং সাধারণ নাগরিকদের দ্বারা কোরবানি সম্পূর্ণ হয়। যা কঠোর সরকারি নিয়ম ও ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। নির্ধারিত স্থান বা অনুমোদিত কসাইখানা ছাড়া যত্রতত্র কোরবানি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বাড়ির সামনে বা খোলা স্থানে কোরবানি দিলে মোটা অংকের জরিমানাসহ শাস্তির বিধান রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অন্য দেশের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোরবানির পশু জবাই করার কোন নিয়মকানুন নেই বললেই চলে। যে যার ইচ্ছে মতো কোরবানি করে থাকে। সরকারি কোন নীতিমালা নেই আর থাকলেও সাধারণ জনগণ তা মেনে কোরবানি করে না। যেখানে সেখানে কোরবানি করে। কোরবানি শেষে আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলে রাখে। ফলে জনগণকে প্রচুর ভোগান্তি পোহাতে হয়। কোরবানির পর দীর্ঘদিন দুর্গন্ধ ছড়ায়। তাই উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও কোরবানি করার একটি সুষ্ঠু নীতিমালা থাকা একান্ত প্রয়োজন। যাতে করে জনগণ স্বস্তিতে চলাফেরা করতে পারে।

ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশের মতো কোরবানি ঈদ নিয়ে তেমন কোন উচ্ছ্বাস নেই। লোকজন ব্যস্ত যে যার প্রাত্যহিক কাজে। সেখানকার দৃশ্য পুরোপুরি ভিন্ন। পশু কিনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মসজিদে। মসজিদ কর্তৃপক্ষ একটি নিয়মের মাধ্যমে পশু জবাই করে। জবাই করার পর মাংস ভাগ হয় পশুর মালিক ও গরীব মানুষের মধ্যে। পশুর মালিক অনেক সময় আসেও না। মসজিদ কর্তৃপক্ষ যা করার করে থাকে। তবে সেখানকার মানুষের আতিথেয়তা ও আন্তরিকতা আছে।

ঈদুল আয্হা ত্যাগ ও আনন্দের দিন। এইদিনে করণীয় হলো; গোসল করা, উত্তম পোশাক পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা , ঈদগাহে যাওয়া, ঈদের নামাজ আদায় করা, ভালো কিছু রান্না বান্না করা, তাকদির পাঠ করা, শুভেচ্ছা বিনিময় করা এবং কোরবানি করা ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা।

আর বর্জনীয়; ঈদের দিনে রোজা রাখা হারাম। ঈদের দিনকে কবর জিয়ারতের জন্য নিষিদ্ধ করা। ঈদের নামাজ না পড়ে আনন্দ ফুর্তি করা ঠিক না। মুসাফাহা; কোলাকুলি এ দিনে জরুরি মনে করে বিশ্বাস ও আমল করা বিদাআত। কোরবানির মাংস বিক্রি করা ঠিক না। এমনকি কসাইকে পারিশ্রমিকস্বরূপ গোশত দেওয়া নিষিদ্ধ।

(১৫ সংখ্যার বাকি অংশ...)

বাউল সম্প্রদায় ও বাউল মতবাদ

জন ববি রোজারিও

বাউল সাধনার তাত্ত্বিক বিচারে দেখা যায়, এই সাধনার তত্ত্বীয় দিকটি ইহজাগতিক অধ্যাত্মবাদের দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। বাউলদের ইহজাগতিকতা সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ এবং আধ্যাত্মিকতা পরোক্ষ হলেও অস্পষ্ট নয়। দেহভাণ্ডই আত্মার আধার। দেহের মাধ্যমে আত্মাকে উপলব্ধি করতে হয়। পুরুষ ও প্রকৃতির যথার্থ সম্মিলনেই পরমাত্মার প্রকাশ ঘটে। এই দেহেই পরমাত্মাকে খোঁজা এবং তার উপলব্ধি করা সাধক জীবনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু এই মন বা আত্মা মানুষের দেহেই অবস্থান করে। দেহ-ভাণ্ডের বাইরে কোন কিছু নেই।

বাউলদের সাধন পদ্ধতি ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্বকে অস্বীকার না করে মানুষের দেহ ও আত্মার প্রয়োজনের না করে মানুষের দেহ ও আত্মার প্রয়োজনের মধ্যে একটি সুন্দর সমন্বয় সাধন করতে সমর্থ হয়। বাউলরা ইহজাগতিকতা অধ্যাত্মবাদের পথ দেখিয়েছে। একজন সাধক বাউল যথার্থ সাধক হবেন তখনই যখন তাঁর পরমাত্মার বা 'মনের মানুষের' বা 'আলেখ সাঁইয়ের' দেখা পাবেন দেহ-ভাণ্ডে, ভাণ্ডের মধ্যেই, বাইরে নয়। এই দেহ-ভাণ্ডের মধ্যে যেহেতু পরমাত্মার বাস, সেজন্য এই দেহ-ভাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড। এই ভাণ্ডের বাইরে আর কিছু নেই। আল্লাহ্ বা ঈশ্বর যে নামেই সে পরমাত্মাকে দেয়া হোক না কেন দেহের মধ্যেই তাঁর বাস। বাউল দর্শনের সংক্ষেপে এই হলো অধিবিদ্যক বা দার্শনিক বৈশিষ্ট্য।

২) জ্ঞানবিদ্যক বৈশিষ্ট্য: মরমীবাদ (Mysticism): বাউল দর্শনে মরমীবাদের একটি উৎকৃষ্ট বিকাশ ঘটেছে। মরমীবাদী দার্শনিকদের অভিমত হচ্ছে বুদ্ধির বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের সাহায্যে আমরা পরম সত্তাকে জানতে পারি না। সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব মনের একটি বিশেষ বৃত্তি দিয়ে অর্থাৎ ব্যক্তিগত অনুভূতি দিয়ে বা মনের মরমী শক্তি দিয়ে। ভারতের উপনিষদের ঋষিরা, খ্রিস্টীয় চার্চের ধর্মাচার্যরা, মুসলিম সুফিরা মরমীবাদের প্রচার করেছেন।

বাউলরা শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না। তারা যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। তাদের শাস্ত্রে অনীহা এবং যুক্তি-তর্ক অগ্রাহ্য করার মধ্যে তাদের মরমী মানসিকতা উদঘাটিত হয়। সাঁইকে জানার একমাত্র পথ হলো মন দিয়ে তাকে উপলব্ধি করা এবং দেহ ও মনের সম্মিলনে চরম অবস্থায় উন্নীত হলেই কেবলমাত্র এইরূপ উপলব্ধির সন্ধান পাওয়া সম্ভব। বাইরের জগতের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে আমরা যখন চরমতত্ত্বের ভাবনায় তন্ময় হয়ে পড়ি, তখন আমাদের মনের সুপ্ত শক্তি (মরমী শক্তি) জেগে ওঠে আর বিশ্বের চরম তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সুনিবিড় যোগ হয়। সাধারণ মানুষের কাছে এ মনোবৃত্তি একটি দুর্বিজ্ঞেয় রহস্য। বাউলরা সাধনার এই মরমী বৈশিষ্ট্যের জন্যই এর উপর সুফিবাদের প্রভাবের কথা বলা হয়। মরমী দর্শন অবশ্য সুফিবাদের চেয়ে পুরাতন। তবে বাংলায় সুফিদের আগমন ও প্রতিষ্ঠা যে সাধারণের মধ্যে সুফিমতের ইসলাম প্রচারে ও প্রসারে সহায়ক ছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

৩) নীতিবিদ্যক বৈশিষ্ট্য: মানবতাবাদ (Humanism): বাঙালি কবি চণ্ডীদাসের ভাষায়, "শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" বাঙালি কবি স্পষ্টভাবেই বলেছেন মানুষ সত্য, তার উপর আর কিছু নেই। এটাই মানবতাবাদ। বাউল সাধনায় এই মানবতাবাদের মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। এই প্রকাশ ঘটেছে বাউলদের শাস্ত্র বিমুখতায়, তাদের গুরুবাদে এবং চারিচন্দ্রভেদ সাধনায়। বাউলদের শ্রেণী বৈষম্যভিত্তিক বর্ণবাদ সমাজে শাস্ত্রের প্রতি অনীহা ও অবিশ্বাস এবং নতুন শাস্ত্র প্রণয়নে অনাস্থা তাদের প্রকৃতপক্ষে মানবতাবাদী করে তুলেছে। বাউলদের নিকট "তত্ত্বের জন্য মানুষ নয়", এমনকি তারা আরও বলেন "মানুষের জন্য তত্ত্ব নয়"। মানুষ কোন বিশেষ তত্ত্ব বা শাস্ত্রের অধীন নয়। শাস্ত্র সে মানুষের তৈরি হোক কিংবা ঈশ্বর সৃষ্ট হোক, শাস্ত্র কখনো মানুষের উপর স্থান পেতে পারে না। শাস্ত্র মানা ও শাস্ত্র প্রণয়ন করা কোনটাই মানুষের জন্য উচিত নয়। মানুষ শাস্ত্রের বাণী দ্বারা নয়, দেহ সাধনার দ্বারা নিজকে জানবে এবং নিজকে জানা ও উপলব্ধি করার মাধ্যমে প্রকৃত আত্মার সন্ধান পাবে। বাউল পদ্মলোচন বলেন যে, মানুষের হৃদয়বিহারী 'গোঁসাই' স্বয়ং পুরানের বাইরের একটি নতুন খবর মানুষকে দেন: "ও সে বেদের করন ওলট পালট করে, নতুন পথের খবর দিয়েছেন মোদেরে। জীবে লাগিয়ে ধান্দা করিল বান্দা, বস্তা-বন্দী বেদ-পুরানের।"

বাউলদের মধ্যে দু'টি শ্রেণী আছে। যথাক্রমে ১. গৃহত্যাগী/ভেকধারী বাউল ২. গৃহী/সংসারী বাউল। নিম্নে আলোচনা করা হল:

১) গৃহত্যাগী/ভেকধারী বাউল: যারা গুরুর নিকট ভেক খিলাফৎ-এর মাধ্যমে দীক্ষা গ্রহণ করে তাদের গৃহত্যাগী বা ভেকধারী বাউল বলা হয়। এই শ্রেণীর বাউলরা সংসার ও সমাজত্যাগী। ভিক্ষাই তাদের একমাত্র পেশা। তারা আখড়ায় আখড়ায় ঘুরে বেড়ায় এবং সাদা আলখাল্লা ও মহিলারা সাদা শাড়ি পরিধান করে। তাদের কাঁধে থাকে ভিক্ষার ঝুলি। তারা সন্তান ধারণ বা প্রতিপালন করতে পারে না। এ ধরনের জীবনকে বলা হয় 'জ্যান্তে মরা' বা জীবন্মৃত। মহিলাদের বলা হয় সেবাদাসী। পুরুষ বাউল এক বা একাধিক সেবাদাসী রাখতে পারে। এই সেবাদাসীরা বাউলদের সাধনসঙ্গী।

২) গৃহী/সংসারী বাউল: গৃহী বা সংসারী বাউলরা স্ত্রী-পুত্র-পরিজনসহ লোকালয়ে একটি স্বতন্ত্র পাড়ায় বাস করে। সমাজের অন্যদের সঙ্গে তাদের পাড়ায় বাস করে। সমাজের অন্যদের সঙ্গে তাদের ওঠা-বসা, বিবাহ ইত্যাদি নিষিদ্ধ। ভেকধারী বাউলদের মতো তাদের কঠোর সাধনা করতে হয় না; 'কলমা' বা 'বীজমন্ত্র' পাঠ এবং নির্দিষ্ট কিছু সাধন-ভজন প্রক্রিয়া অনুসরণ করলেই হয়। ভেকধারী বাউলরা গৃহী বাউলদের দীক্ষা দিয়ে থাকে। উভয়ের সম্পর্ক অনেকটা পীর-মুরিদের মতো। দীক্ষা নেওয়ার পর সন্তানধারণ নিষিদ্ধ, তবে গুরুর অনুমতিক্রমে কেউ কেউ সন্তান ধারণ করতে পারে। বর্তমানে কৃষিজীবী, তন্তুবায় এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে বাউল হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব ব্যক্তির মধ্যে অনেকে কলকারখানার শ্রমিক ও দৈনন্দিন মজুর পর্যায়ভুক্ত। বাউলমতে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে বিবাহ হয়ে থাকলে নতুন করে কোন অনুষ্ঠান করতে হয় না। ত্যাগী বাউলদের সেবাদাসী 'কণ্ঠিবদল' করে একজনকে ছেড়ে অন্য জনের সঙ্গে চলে যেতে পারে। বর্তমানে গৃহী বাউলদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাউল গান হল বাউল সম্প্রদায়ের সাধনসঙ্গীত। এটি লোকসঙ্গীতের অন্তর্গত। এ গানের উদ্ভব সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় না। অনুমিত যে, খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক কিংবা তার আগে থেকেই বাংলায় এ গানের

প্রচলন ছিল। বাউল গানের প্রবক্তাদের মধ্যে লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ, সিরাজ শাহ, দুদ্দু শাহ অন্যতম। এঁদের সহ অন্যান্য বাউল সাধকদের রচিত গান গ্রামাঞ্চলে 'ভাবগান' বা 'ভাবসঙ্গীত' নামে পরিচিত। কেউ কেউ এসব গানকে 'শব্দগান' বা 'ধুয়া' গান নামেও অভিহিত করেন।

বাউল গান সাধারণত দু'প্রকার। যথাক্রমে: দৈন্য ও প্রবর্ত। এ থেকে সৃষ্টি হয়েছে রাগ দৈন্য ও রাগ প্রবর্ত। এই 'রাগ' অবশ্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগ নয়, ভজন-সাধনের রাগ। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের মতো বাউল গানে 'রাগ' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে 'রাগ' অর্থে অভিমান এবং প্রেমের নিবিড়তা বোঝায়। কাঙ্ক্ষিতজনের প্রতি নিবেদিত প্রেমের প্রগাঢ় অবস্থার নামই রাগ। রাগ দৈন্যে এমন ভাবই লক্ষণীয়। বাউলরা তাদের সাধন পন্থাকে রাগের কারণ বলে অভিহিত করে।

বাউল গান সাধারণত দু'টি ধারায় পরিবেশিত হয়, আখড়া আশ্রিত সাধন সঙ্গীত আর আখড়া বহির্ভূত অনুষ্ঠান ভিত্তিক। আখড়া আশ্রিত গানের ঢং ও সুর শান্ত এবং মৃদু তালের। অনেকটা হাম্দ, গজল কিংবা নাদ সদৃশ্য। লালন শাহ্র আখড়ায় বসে ফকিররা এ শ্রেণীর গান করে থাকে। অপর ধারার চর্চা হয় আখড়ার বাইরে অনুষ্ঠানাদিতে, জনসমক্ষে। এ গান চড়া সুরে গীত হয়। সঙ্গে একতারা, ডুগডুগি, খমক, ঢোলক, সারিন্দা, দোতারা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। তাল দাদরা, কাহারবা, কখনো ঝুমুর, একতাল বা ঝাঁপতাল। শিল্পীরা নেচে নেচে গান করে। কখনো গ্রাম এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে বাউল গানের মাধ্যমে তা নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করেন। বাউলরা কখনো একক আবার কখনো দলবদ্ধভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করে। এ গানের একজন মূল প্রবক্তা থাকে। তার সঙ্গে অন্যরা ধুয়া বা 'পাছ দোয়ার' ধরে।

বাউল গানে কেউ কেউ শাস্ত্রীয় রাগসঙ্গীতের প্রভাব কথা বলেছেন। কিন্তু এ গান মূলত ধর্মীয় লোকসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উন্মেষ ও বিকাশ লোকসঙ্গীতের অনেক পরে। আধুনিক শিল্পীদের কণ্ঠে কখনো কখনো রাগের ব্যবহার হলেও তা সর্বক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়।

বাউল গানে সাধারণত দু'ধরনের সুর লক্ষ্য করা যায় প্রথম কলি অর্থাৎ অস্থায়ীতে এক সুর এবং অন্য সব কলিতে কিছুটা ভিন্ন সুর। সবশেষে, দ্রুতগতিতে দ্বিতীয় কলির অংশবিশেষ পুনরায় গীত হয়। এ গানে অস্থায়ী ও অন্তরাই প্রধান। অস্থায়ীকে কখনো ধুয়া, মুখ বা মহড়া বলা হয়। দ্রুত লয়ের এ গানে প্রতি অন্তরার পর অস্থায়ী গাইতে হয়। কোন কোন গানে সঞ্চারী থাকে; আবার কোন কোন গানে নাচেরও প্রচলন রয়েছে, যার উৎস গ্রামীণ পাঁচালি গান বলে মনে করা হয়। তবে আখড়া আশ্রিত গানে নাচের প্রচলন নেই।

বাউল গানে দু'টি ধারা রয়েছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে বাউল গানে সহজিয়া বৈষ্ণব সুরের আধিক্য; কিছু কিছু বাউল গান কীর্তন আশ্রিত। এটা বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে এমনটি হয়েছে। অপরদিকে, বাংলাদেশের বাউল গানে সুফি গজলের প্রভাব, দেশজ রূপের ভাবগান ও শব্দগানের প্রভাব রয়েছে। বাউল গানের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, এতে একটা উদাসী ভাব লক্ষ্য করা যায়; এর সুরে যেন মিশে থাকে না-পাওয়ার এক বেদনা।

এই মানবতাবাদ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সাম্যের সাধনা বাউল সম্প্রদায় বিগত কয়েক শতাব্দী জুড়ে বাংলার আনাচে কানাচে গানের মাধ্যমে ও জীবনযাপনের মাধ্যমে প্রচার করে গেছে। এই প্রচার বাংলার বুকে সাম্প্রদায়িকতার শিকড় গেঁথে শাখা প্রশাখা বিস্তার করতে দেয়নি। বাংলার মানুষের মধ্যে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাংস্কৃতিক ঐক্য দানা বেঁধেছে, এবং বাংলার মানুষ অন্তত আদর্শগতভাবে হলেও আজ পর্যন্ত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শান্তি ও বিরোধহীন অবস্থায় একত্রে বসবাস করার আশা পোষণ করে। সাধারণ মানুষের মনে ঔদার্যের ভাব এখনো দেখা যায়। এই সাংস্কৃতিক ঐক্যেও বন্ধনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান বাউলদের নির্বিরোধ শান্তি প্রিয় সমাহিত আন্দোলন সামাজিকভাবে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও বাংলার ধর্মীয় চেতনায় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অঙ্গনে এই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের সহজ জীবন-যাপনের অনন্য আন্দোলন বাংলার ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১) নূরনবী, প্রফেসর মোহাম্মদ (লেখক); ৭ম অধ্যায়: বাউল দর্শন (Baul Philosophy), পৃ: ১৭৬-১৯৩; বাংলাদেশ দর্শন, প্রচলন প্রকাশনী

২) ইসলাম, ডক্টর আমিনুল (লেখক); ৬ষ্ঠ অধ্যায়: বাংলায় সুফিবাদ ও বাউলবাদ, পৃ: ১১১-১১৪; বাংলাদেশে দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী

৩) রাইন, রায়হান (লেখক); ৪র্থ অধ্যায়: বাংলার দর্শনে দেহ, আত্মসত্তা ও মুক্তির ধারণা (বাউল মত), পৃ:৯২-৯৪; ১৪শ অধ্যায়: বাউল দেহাত্মবাদ ও সমাজতত্ত্ব, পৃ:২৮৪-৩০৮; বাংলার দর্শন; প্রথমা প্রকাশনী

৪) হারুন, শরীফ (সম্পাদক); বেগম, হাসিনা (লেখিকা); প্রবন্ধ: বাউল দর্শন, পৃ: ১১৬-১৩০; বাংলাদেশে দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান; বাংলা একাডেমী

৫) ইসলাম, সিরাজুল (প্রধান সম্পাদক); প্রবন্ধ: বাউল, পৃ: ৩৩৫-৩৩৭; বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ (খণ্ড ৬); বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালক যীশু হৃদয়ের পর্ব- ২০২৬ খ্রীষ্টবর্ষ

সুধী,

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১২ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালক যীশু হৃদয়ের পর্ব মহাসমারোহে পালিত হবে। এই পর্বে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ৫০০ টাকা (পাঁচশত টাকা) এবং খ্রিস্টযাগের শুভেচ্ছা দান ২০০ টাকা (দুইশত টাকা) মাত্র। এই পর্বীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করতে এবং পর্বীয় আশীর্বাদ গ্রহণ করতে আপনারা সবাই সাদরে আমন্ত্রিত।

অনুষ্ঠান সূচি:

নভেনা : ০৩ জুন থেকে প্রতিদিন সকাল ৬:১৫ মিনিট এবং বিকাল ৪:৩০ মিনিট।

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ-

১ম খ্রিস্টযাগ সকাল: ৬:১৫ মি. এবং
২য় খ্রিস্টযাগ: সকাল ৯:৩০ মি.।

শুভেচ্ছান্তে,

ফাদার আলবিন গমেজ
পালপুরোহিত ও খ্রিস্টভক্তগণ
যীশু হৃদয়ের ধর্মপল্লী
রাঙ্গামাটিয়া, কালিগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭১৫০৪১৪৭৮

বিজ্ঞ/১১০/২৬

ফ্যাটি লিভারের লক্ষণ, কারণ ও সুস্থ থাকার উপায়

বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষের অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা 'ফ্যাটি লিভার'। কোনো স্পষ্ট লক্ষণ ছাড়াই এটি শরীরে বাসা বাঁধে বলে একে 'নীরব ঘাতক' বা নীরব রোগ বলা হয়। অনেকেরই ধারণা নেই যে তাদের লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমছে। সময়মতো এর যত্ন না নিলে লিভারে মারাত্মক প্রদাহ বা সিরোসিসের মতো প্রাণঘাতী জটিলতা তৈরি হতে পারে। তবে প্রাথমিক অবস্থায় জীবনযাত্রায় সামান্য পরিবর্তন আনলেই এই রোগ থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

ফ্যাটি লিভার রোগ কী?

লিভারের কোষে যখন প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত চর্বি বা ফ্যাট জমা হয়, তখন তাকে ফ্যাটি লিভার বলে।

এটি মূলত দুই প্রকার:

১. নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার: যারা মদ্যপান করেন না, মূলত স্থূলতা, ডায়াবেটিস বা অলস জীবনযাপনের কারণে তাদের এই রোগ হয়। এর একটি গুরুতর রূপ হলো 'ন্যাশ', যা লিভারের কোষ নষ্ট করে দেয়।

২. অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার: অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে লিভারে চর্বি জমলে তাকে এই নামে ডাকা হয়।

রোগটির কিছু সাধারণ কিন্তু উপেক্ষিত লক্ষণ

লিভারের সহ্যক্ষমতা অনেক বেশি হওয়ায় প্রাথমিক লক্ষণগুলো খুবই মৃদু হয়, যা মানুষ সাধারণ ক্লান্তি বা গ্যাসের সমস্যা ভেবে ভুল করে। নিচে এমন কিছু সূক্ষ্ম লক্ষণ দেওয়া হলো যা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়:

ক্রমাগত ক্লান্তি: পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়ার পরও সারাক্ষণ শরীরে শক্তির অভাব বা অবসাদ বোধ হওয়া।

পেটের ডান পাশে ভারিভাব: ডান পাঁজরের ঠিক নিচে হালকা ব্যথা বা কোনো কিছু জমে থাকার মতো অস্বস্তি।

পেটে চর্বি: কোনো স্পষ্ট কারণ ছাড়াই হঠাৎ ওজন বৃদ্ধি পাওয়া, বিশেষ করে পেটের চারপাশের চর্বি সহজে না কমা।

মনোযোগের অভাব: লিভারের কার্যকারিতা কমলে শরীরে টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ জমে, যা মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে। ফলে কোনো কিছু সহজে ভুলে যাওয়া বা মনোযোগ দিতে কষ্ট হতে পারে।

ত্বকে কালো ছোপ: ঘাড়, বগল বা কনুইয়ের চামড়া মখমলের মতো কালো হয়ে যাওয়া।

হজম ও রক্তের পরিবর্তন: হালকা বমি বমি ভাব, ক্ষুধা কমে যাওয়া, পেট ফাঁপা এবং রক্ত পরীক্ষায় কোলেস্টেরল বা লিভার এনজাইমের মাত্রা বেড়ে যাওয়া।

রোগটি মারাত্মক রূপ নিলে চোখ ও ত্বক হলুদ হওয়া (জন্ডিস), পা বা পেটে জল আসা (ফোলাভাব) এবং ঘন ঘন বমি হওয়ার মতো গুরুতর লক্ষণ দেখা দেয়। এমন হলে দ্রুত ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।

ফ্যাটি লিভারের প্রধান কারণসমূহ

- চিনি, মিষ্টি এবং অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট বা শর্করাযুক্ত অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া।
- শারীরিক পরিশ্রম না করা বা অলস জীবনযাপন।
- শরীরের অতিরিক্ত ওজন বা দ্রুত ওজন বেড়ে যাওয়া।
- ডায়াবেটিস, উচ্চ কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের সমস্যা থাকা। অতিরিক্ত মদ্যপান।

রোগ নির্ণয় ও পরীক্ষা

সাধারণত শারীরিক পরীক্ষা ছাড়াও রক্তের কিছু টেস্ট, পেটের আল্ট্রাসাউন্ড এবং লিভারের চর্বির পরিমাণ মাপার জন্য 'ফাইব্রোস্ক্যান' করার মাধ্যমে ডাক্তাররা এই রোগ নিশ্চিত করেন।

নিরাময়ের উপায় ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন

ফ্যাটি লিভারের কোনো জাদুকরী ওষুধ নেই, তবে নিজের অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে এটি সম্পূর্ণ ভালো করা যায়:

ওজন নিয়ন্ত্রণ: শরীরের অতিরিক্ত ওজন মাত্র ৫ থেকে ১০ শতাংশ কমাতে পারলেই লিভারের চর্বি দ্রুত কমতে শুরু করে।

খাবারে পরিবর্তন: দৈনন্দিন খাবার তালিকা থেকে চিনি, কোমল পানীয় ও রিফাইন করা খাবার বাদ দিতে হবে। বেশি করে শাকসবজি, ফলমূল এবং ওটস বা লাল চালের মতো গোটা শস্য খেতে হবে।

নিয়মিত ব্যায়াম: সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট মাঝারি ধরনের শারীরিক পরিশ্রম বা দ্রুত হাঁটার অভ্যাস করতে হবে।

নেশা বর্জন: অ্যালকোহল বা মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে তা পুরোপুরি পরিহার করতে হবে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ: রক্তে সুগার ও কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

আপনার লিভারটি শরীরের জন্য দিনরাত নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। তাই ক্লান্তির মতো ছোটখাটো লক্ষণকে অবহেলা না করে আজই সচেতন হোন এবং সুস্থ জীবনযাপন শুরু করুন।

সৌজন্যে: https://www.kalerkantho.com/online/lifestyle/2026/05/17/1686143

আলোচিত সংবাদ

ডিজিটাল প্রযুক্তিতে মিলবে ভূমিসেবা, বন্ধ হবে দুর্নীতি: প্রধানমন্ত্রী

ভূমিসেবাকে আরও সহজ ও হয়রানিমুক্ত করতে সরকার ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর সেবা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, জনগণকে কাছে সহজে ভূমিসেবা পৌঁছে দিতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার (১৯ মে) রাজধানীর ভূমি ভবনে ভূমিসেবা মেলার উদ্বোধনের সময় সরকার প্রধান এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সারাদেশে প্রতিটি উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে ভূমিসেবা মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার বর্তমান সময়ের জন্য অপরিহার্য মন্তব্য করে তারেক রহমান বলেন, এই ব্যবস্থানে আরও আধুনিকায়ন ও সহজ করে জনগণকে ভূমিসেবা দিতে কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে এই সেবা দেওয়া হবে, যাতে দুর্নীতি বা অযথা হয়রানির শিকার হতে না হয়। আগামী বৃহস্পতিবার (২১ মে) তিন দিনব্যাপী এই ভূমিসেবা মেলা শেষ হবে।

https://dailyinqilab.com/national/news/896615

তেলের পর গ্যাসের সংকট

তেল নিয়ে ফিলিং স্টেশনগুলোতে ভোগান্তি কাটতেই এবার সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলোতে গ্যাস সংকট শুরু হয়েছে। গ্যাস সংকটের কারণে গাড়িচালকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। গত দেড় থেকে দুই মাস ধরেই রাজধানীর সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলোয় গ্যাসের চাপ কম। এ কারণে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়েও কাঙ্ক্ষিত গ্যাস নিতে পারছেন না তারা। কিছু স্টেশন আবার গ্যাস না থাকায় দিনভর বন্ধ থাকছে। গ্যাস না থাকায় বাসাবাড়িতেও দুর্ভোগ বেড়েছে। গৃহিণীদের দিনের রান্না এখন রাতেই করতে হচ্ছে। ঢাকার কুড়িল ভাটারায় অবস্থিত পিন্যাকাল পাওয়ার সিএনজি স্টেশনটিতে গতকাল(১৯মে) গ্যাস সংকটে সকাল থেকে সরবরাহ বন্ধ রেখেছিল। বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন অ্যান্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশরেন মহাসচিব ফারহান নূর বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'ঢাকার বাইরে গাজীপুরে গ্যাসের চাপ নেই বললেই চলে। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গ্যাস না থাকায় সিএনজি স্টেশন বন্ধ থাকছে। সরকারের সংশ্লিষ্টদের বিষয়টি বারবার জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। লাইনে চাপ না থাকায় গ্রাহকদের গ্যাস দিতে পারছি না।'

https://www.bd-pratidin.com/national/2026/05/20/1253351

মাত্র ৭ মিনিটে হবে ক্যান্সার চিকিৎসা, ভারতে এলো নতুন ইনজেকশন

ফুসফুসের ক্যান্সার চিকিৎসায় নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলেছে ভারত। দেশটিতে প্রথমবারের মতো মাত্র সাত মিনিটে প্রয়োগযোগ্য একটি ইমিউনোথেরাপি ইনজেকশন বাজারে আনা হয়েছে, যা ক্যান্সার চিকিৎসাকে আরও দ্রুত ও সহজ করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বর্তমানে ক্যান্সারের ইমিউনোথেরাপি সাধারণত শিরায় (আইভি) ইনফিউশনের মাধ্যমে দেওয়া হয়, যেখানে রোগীদের হাসপাতালে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করতে হয়। তবে নতুন এই ইনজেকশন সরাসরি ত্বকের নিচে প্রয়োগ করা যায় এবং পুরো প্রক্রিয়ায় সময় লাগে মাত্র সাত মিনিট। বিশেষজ্ঞদের মতে, এতে রোগীদের ভোগান্তি যেমন কমবে, তেমনি হাসপাতালের ওপর চাপও হ্রাস পাবে। বিশেষ করে বয়স্ক রোগী এবং দূরবর্তী এলাকা থেকে চিকিৎসা নিতে আসা ব্যক্তিরা এ পদ্ধতিতে বেশি সুবিধা পাবেন। এই চিকিৎসা মূলত নন-স্মল সেল লাং ক্যান্সার (এনএসসিএলসি) রোগীদের জন্য ব্যবহার করা হবে, যা ভারতে ফুসফুসের ক্যান্সারের সবচেয়ে সাধারণ ধরন। চিকিৎসকদের মতে, যেসব রোগীর টিউমারে পিডি-এল১-এর মাত্রা বেশি, তাদের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা সবচেয়ে কার্যকর। প্রায় অর্ধেক এনএসসিএলসি রোগী এই থেরাপির উপযুক্ত হতে পারেন বলেও ধারণা করা হচ্ছে। তবে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের মতে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য এই চিকিৎসা এখনও বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ ইনজেকশনটির প্রতি ডোজের মূল্য প্রায় ৩ লাখ ৭০ হাজার রুপি। একজন রোগীর সাধারণত ছয়টি ডোজ প্রয়োজন হয়, ফলে পুরো চিকিৎসার ব্যয় কয়েক লাখ রুপিতে পৌঁছাতে পারে।

https://www.ittefaq.com.bd/789460/

ইবোলা নিয়ে বৈশ্বিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা ডব্লিউএইচওর

কঙ্গো এবং উগান্ডায় প্রাণঘাতী রোগ ইবোলা ছড়িয়ে পড়ায় আন্তর্জাতিক জরুরি অবস্থা জারি করেছে জাতিসংঘের বৈশ্বিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত অঙ্গসংগঠন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। সংস্থাটি জানায়, ডিআর কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলীয় ইতুরি প্রদেশে এখন পর্যন্ত প্রায় ২৪৬টি সন্দেহভাজন সংক্রমণ এবং ৮০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। সংস্থাটির আশঙ্কা, বর্তমানে শনাক্ত হওয়া সংখ্যার চেয়ে বাস্তবে সংক্রমণ আরও ব্যাপক হতে পারে এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিকভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। বর্তমান প্রাদুর্ভাবের জন্য দায়ী 'বুন্ডিবুগিও' ধরনের ইবোলা ভাইরাস, যার বিরুদ্ধে এখনো কোনো অনুমোদিত ওষুধ বা টিকা নেই বলে জানিয়েছে ডব্লিউএইচও। এর প্রাথমিক উপসর্গের মধ্যে রয়েছে জ্বর, পেশিতে ব্যথা, ক্লান্তি, মাথাব্যথা ও গলাব্যথা। পরবর্তী সময়ে বমি, ডায়রিয়া, শরীরে র‍্যাশ এবং রক্তক্ষরণ দেখা দিতে পারে। ডব্লিউএইচও জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত আটটি পরীক্ষাগারে নিশ্চিত সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। এছাড়া ইতুরি প্রদেশের রাজধানী বুনিয়া এবং স্বর্ণখনি অধ্যুষিত মংগওয়ালু ও রোয়ামপারা এলাকায় আরও বহু সন্দেহভাজন রোগী ও মৃত্যুর ঘটনা রয়েছে।

এআরএম

https://dhakamail.com/international/304925

ইরান ইস্যুতে আর উত্তেজনা বৃদ্ধি চায় না উপসাগরীয় দেশগুলো: বিশ্লেষক

উপসাগরীয় দেশগুলো 'নিশ্চিতভাবেই এই অঞ্চলে আর কোনো উত্তেজনা বৃদ্ধি পাক তা চায় না' বলে মন্তব্য করেছেন ওয়াশিংটন ডিসি-ভিত্তিক 'গালফ ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম'-এর নির্বাহী পরিচালক দানিয়া থাফার। মঙ্গলবার (১৯মে) কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল-জাজিরার সাথে আলাপকালে এক মন্তব্যে দানিয়া থাফার বলেন, 'তারা এখন যে সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে, তার একটি টেকসই সমাধান চায়। ওয়াশিংটনের কাছে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি যতটা অগ্রাধিকার পায়, উপসাগরীয় দেশগুলোর কাছে তা 'শীর্ষ অগ্রাধিকার নয়'। তাঁর মতে, উপসাগরীয় দেশগুলো এই মুহূর্তে হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার জরুরি প্রয়োজনীয়তা এবং ইরানের প্রচলিত ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে তৈরি হওয়া হুমকির বিষয়ে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন।

https://www.bd-pratidin.com/international-news/2026/05/19/1252905

নেইমারকে নিয়েই বিশ্বকাপ খেলতে যাবে ব্রাজিল

বিশ্বকাপে নেইমার থাকবেন কি থাকবেন না–গত কয়েক মাস ধরে অনিশ্চয়তায় কাটছিল ফুটবল দুনিয়া। চোট, অস্ত্রোপচার, ফিটনেস ফিরে পাওয়ার লড়াই আর মাঠের বাইরের হাজারো গুঞ্জন পেরিয়ে অবশেষে যবনিকা নামল সেই নাটকের। রিও ডি জেনিরোর 'মিউজিয়াম অব টুমরো'তে (১৯ মে) সংবাদ সম্মেলনে ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি যখন ২৬ জনের চূড়ান্ত তালিকা পড়লেন, সেখানে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত নামটা তাঁরই ছিল। অবশেষে আনচেলত্তির নেইমার জুনিয়র নাম উচ্চারণ করলেন। হ্যাঁ, নন্দিত এবং কখনো কখনো নিন্দিত এই মহাতারকাকে নিয়েই বিশ্বকাপে যাচ্ছে ব্রাজিল। দল ঘোষণার জমকালো অনুষ্ঠানে যখন ৩৪ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের নাম উচ্চারণ করলেন আনচেলত্তি, করতালির গর্জনে মুখরিত হয়ে উঠল চারপাশ। বার্সেলোনা ও পিএসজির সাবেক এই ফরোয়ার্ডকে দলের ডাকার আগে কোচ আনচেলত্তিও কম পরীক্ষা নেননি। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে উরুগুয়ের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে হাঁটুতে চোট পাওয়ার পর থেকে নেইমারকে আর জাতীয় দলের দেখা যায় নি। চোট আর ফর্মহীনতার দোলাচলে গত মার্চে ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচেও তাকে বাইরে রেখেছিলেন ইতালিয়ান মাস্টারমাইন্ড। তাঁর ফিটনেস নিয়ে কোচের মনে ছিল একরাশ সংশয়।

https://www.prothomalo.com/sports/football/v1pbzy2ci3

লুকাসের জীবনে পবিত্র আত্মার সাতটি উপহার

নব কস্তা

এক ছোট্ট গ্রামে লুকাস নামে একটি ছেলে থাকতো। সে সব সময় প্রশ্ন করত, সবকিছুর রহস্য জানতে চাইত। এক রাতের বেলা সে যখন ঘুমিয়ে পড়ল; হঠাৎ স্বপ্নে সে দেখল, কেউ তাকে নাম ধরে ডাকছে, লুকাস... লুকাস...। লুকাস স্বপ্নের মধ্যেই চমকে উঠল। সে লক্ষ্য করল, সে একটি সুন্দর বাগানে দাঁড়িয়ে আছে, তার চারপাশে রঙিন ফুল আর হালকা হালকা নরম মেঘ। হঠাৎ সে দেখলো বাগানের মাঝখানে উজ্জ্বল সাদা এক আলো আর সেই আলো'ই তাকে নাম ধরে ডাকছে। আলো তাকে বলল, "লুকাস, আমি তোমাকে সাতটি পবিত্র উপহার দিতে চাই। এই উপহারগুলো তোমার জীবনকে সুন্দর, সাহসী এবং ভালো মানুষ বানাবে। প্রথম উপহারটি হচ্ছে- প্রজ্ঞা। এই উপহার দিয়ে তুমি অন্যদের দুঃখ, কষ্ট, সুখ, আনন্দ বুঝতে পারবে।" লুকাস তখন চিন্তা করলো, তার ছোট বন্ধুর মনে অনেক দুঃখ। সে বুঝল, ঐ বন্ধুর দুঃখ মেটাতে তাকে সাহায্য করতে হবে। আলো বলল, "দ্বিতীয় উপহার- বুদ্ধিমত্তা। বুদ্ধি দিয়ে তুমি যেকোন কঠিন বিষয় সহজভাবে বুঝতে পারবে, আর পড়াশোনায় আরও ভালো করতে পারবে।" লুকাস দেখল, প্রতিটি বই বা সমস্যার ভিতরে লুকানো রহস্য আছে, যা বোঝার জন্য তার বুদ্ধির দরকার। আলো তাকে বলল, "তৃতীয় উপহার হলো- বিবেক। বিবেক দিয়ে তুমি সঠিক ও ভুলের পার্থক্য করতে পারবে। নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। সেই সাথে দায়িত্ববোধ গড়ে তুলবে। বিবেক তোমাকে অভ্যাস ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করবে ও তোমার জীবনে আত্মসমালোচনা ও আত্মউন্নয়ন ঘটাবে। লুকাস চিন্তা, মানুষের জীবনে বিবেক খুবই দরকার। সে ঠিক করলো, সে তার বিবেক দিয়ে সকল ভালো কাজ করবে অন্যকে সাহায্য করবে। কারো মনে আঘাত দিবে না। আলো তাকে বলল, "চতুর্থ উপহার- মনোবল। তুমি সকল ভালো কাজে মনের মধ্যে সাহস রেখে এগিয়ে যাও। সত্য প্রকাশে মনে মধ্যে শক্তি রাখবে।" পঞ্চম উপহার- জ্ঞান। আলো বলল, "পৃথিবী, প্রকৃতি, এবং মানুষ সম্পর্কে আরও শিখো। তুমি যে সকল রহস্য জানতে চাও তা জ্ঞানের মধ্য দিয়ে অর্জন করো।" ষষ্ঠ উপহার- ধর্মানুরাগ। ঈশ্বরকে ভালোবাস, ধর্ম ও নীতির প্রতি আনুগত্য থাকো, তোমার ব্যবহারে শুদ্ধতা, শান্তির মনোভাব পোষণ করো।" লুকাস বুঝতে পারল, পৃথিবী বড় এবং সে ছোট, তাই সবসময় ভালো কাজ করতে হবে। নিয়মিত প্রার্থনা করতে হবে এবং ঈশ্বরের দেখানো পথে চলতে হবে। আলো বলল, "শেষ উপহার হচ্ছে- ঈশ্বরভীতি। প্রতিদিন ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও তোমার সুন্দর জীবনের জন্য। আর ঈশ্বরকে সব সময় ভয় করো। এটি ঈশ্বরের মহিমা এবং শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা।" লুকাস দেখল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া; মনকে শান্তি এবং আনন্দ দেয়। আর ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। প্রতিটি মানুষের উচিত ঈশ্বরকে ভয় করে চলা।

সকালে ঘুম থেকে উঠে লুকাস অনুভব করল, স্বপ্নটা শুধু স্বপ্ন নয়। সে এখন সত্যিই এই সাতটি উপহার তার মধ্যে অনুভব করছে। সেদিন থেকেই থেকে লুকাস নিজের জীবন পরিবর্তন শুরু করল। বন্ধুর দুঃখের সময় সে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো ও সাহায্য করল। সমস্যার সমাধান করতে ধৈর্য ধরল। ভুল বোঝাবুঝি মিটাতে সে পরামর্শ দিল। সাহসিকতার সঙ্গে কঠিন কাজ করল। প্রতিদিনই তার সুন্দর জীবনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল। সবসময় ভালো কাজ ও ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকল। সে নিয়মিত প্রার্থনা করতে লাগলো। লুকাস দেখতে পেল, তার জীবনে আনন্দ এবং শান্তি বাড়ছে। সেই সাথে বন্ধু ও পরিবারও তাকে আরও ভালোবাসতে লাগল।

অন্তরের প্রার্থনা: সহ্য করার শক্তি

ক্ষুদীরাম দাস

যতই আসুক কঠিন বাধা,
ভাঙুক সুখের ঘর,
তোমার শক্তিতে হই যেন প্রভু,
পাহাড়ের মতো স্থির।
অন্ধকার এই জীবন পথে
জ্বেলে রেখো তব আলো,
দুঃখের মাঝেও শিখিয়ে দিও
বাসতে তোমায় ভালো।
ভেঙে পড়লে হাতটি ধরো,
দিও মনে খুব বল,
মুছিয়ে দিও করুণা ভরে
চোখের বিষাদ জল।
ধৈর্য যেন হারাই না গো,
দিও অসীম শক্তি,
তোমার চরণে নিবেদন করি
একবিন্দু মোর ভক্তি।
ঝড়-তুফানেও হাল না ছাড়ি,
থমকে না যাই পথে,
পৌঁছে দিও আমায় তুমি
বিজয়ের সেই রথে।
সহ্য করার ক্ষমতা দিও,
এই তো মিনতি আমার,
তোমার দয়ায় ঘুচে যাক প্রভু,
সব যাতনা আধার।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

সাভিও জন গমেজ

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও'র প্রথম সর্বজনীন পত্র মাগনিফিকা হুমানিতাস 'মহিমান্বিত মানবতা'

ভাটিকান নিউজ জানায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে মানব ব্যক্তির সুরক্ষা নিয়ে পুণ্যপিতা চতুর্দশ লিও'র প্রথম সর্বজনীন পত্র মাগনিফিকা হুমানিতাস (Magnifica humanitas) 'মহিমান্বিত মানবতা' প্রকাশিত হবে ২৫ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে। একই দিনে পোপ মহোদয়ের সহযোগে বিভিন্ন বক্তার উপস্থিতিতে একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হবে। সর্বজনীন পত্রটিতে পোপ মহোদয়ের স্বাক্ষরের তারিখ ১৫ মে উল্লেখ আছে, প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ত্রয়োদশ লিও'র সর্বজনীন পত্র রেরুম নভারুম (Rerum novarum) প্রকাশের ১৩৫তম বার্ষিকী।

অনুষ্ঠানে পুণ্যপিতার সাথে আরো উপস্থিত থাকবেন ভাটিকানের বিশ্বাস ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের (Prefect of the Dicastery for the Doctrine of the Faith) মাননীয় মন্ত্রী কার্ডিনাল ভিক্টর ম্যানুয়েল ফের্নানদেজ; ভাটিকানের সার্বিক মানব উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী (Prefect of the Dicastery for Promoting Integral Human Development) কার্ডিনাল মাইকেল চের্নি; যুক্তরাজ্যের ডুরহাম ইউনির্ভাসিটির (Durham University) অধ্যাপক ও ধর্মতত্ত্ববিদ আন্না রওল্যান্ডস; যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্ত্রোপিক এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাখ্যাযোগ্যতা বিষয়ক গবেষণা প্রধান খ্রিষ্টফার ওলাহ্ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্লারা ইউনির্ভাসিটির জেজুইট স্কুল অফ থিওলজির রাজনৈতিক ধর্মতত্ত্ব ও কাথলিক সামাজিক চিন্তা অধ্যাপক লেওকাদিয়ে লুশোমবো।

ইউরোপকে শান্তির অঙ্গীকার নবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন কার্ডিনাল পারোলিন

ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উত্তেজনার মধ্যে শান্তি রক্ষার নতুন উদ্যোগ গ্রহণের পোপ চতুর্দশ লিও'র আহ্বানের কথা ইউরোপীয় পার্লামেন্টে এক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন কার্ডিনাল পারোলিন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন পার্লামেন্টের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে পোপ চতুর্দশ লিও'র শুভেচ্ছা জানিয়ে কার্ডিনাল পারোলিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, জাতিসমূহের মধ্যে সম্প্রীতি হলো এমন একটি 'প্রতিশ্রুতি' যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং শান্তি রক্ষার লক্ষ্যে গৃহীত বাস্তব সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এক অবিরত লালন করতে হবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের মূল্যবোধের প্রসার, সুরক্ষা এবং ইউরোপীয় সংহতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত প্রথম 'ইউরোপীয় অর্ডার অফ মেরিট' গ্রহণের জন্য নির্বাচিত হওয়ায় ভাটিকানসিটির স্টেট অফ সেক্রেটারী স্ট্রাসবুর্গে অবস্থিত ইউরোপীয় পার্লামেন্টে উপস্থিত ছিলেন। কার্ডিনাল মহোদয় বলেন, শান্তির প্রসার ও সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইউরোপীয় জোটের যে 'সম্মিলিত দৃঢ়বিশ্বাস' তার ভিত্তি রয়েছে ইউরোপের ইতিহাসে গভীরভাবে প্রোথিত মূল্যবোধে, যা আজও শক্তিশালী সাক্ষ্য বহন করতে সক্ষম। তিনি আরও বলেন, এ মূল্যবোধগুলোর সর্বাগ্রে রয়েছে মানব মর্যাদার স্বীকৃতি, যা অলঙ্ঘনীয় এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তা সুরক্ষিত রাখা আবশ্যক।

এফএবিসি'র খ্রিস্টভক্ত ও পরিবার বিষয়ক দপ্তরের সদস্যদের (FABC, OLF) সিনোডাল সমাবেশ

"বর্তমান এশিয়ায় খ্রিস্টান পরিবারের মিশন ও ভবিষ্যৎ যাত্রার রূপরেখা" এই মূলভাবকে প্রতিপাদ্য করে এশিয়ার কাথলিক বিশপ কনফারেন্সসমূহের ফেডারেশন (FABC)-এর 'অফিস ফর ল্যাইটি অ্যান্ড ফ্যামিলি' (OLF)-এর উদ্যোগে গত ১১-১৫ মে, ২০২৬ তারিখে থাইল্যান্ডের রাজধানী

ব্যাংককের ক্যামিলিয়ান পাস্টোরাল সেন্টারে একটি বিশেষ সিনোডাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এই সমাবেশের লক্ষ্য হলো আজকের এশীয় সমাজ ও মণ্ডলীর প্রেক্ষাপটে খ্রিস্টান পরিবারের মিশন এবং দায়িত্বকে গভীরভাবে অনুধাবন করা। সমাবেশে এশিয়া মহাদেশের ১১টি দেশের ২ জন কার্ডিনাল, ৯ জন বিশপ, ১৬ জন ফাদার, ৪ জন সিস্টার, কয়েক জন যুবা ও ভক্তজনগণসহ মোট ৫২ জন অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে মিসেস রিটা রোজলিন কস্তা, মি: থিওফিল নকরেক, সিস্টার মেরী অন্তরা এসএমআরএ, ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি ও বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিওসহ মোট ৬ জন প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

পবিত্র আত্মা বর্তমান সময়ে খ্রিস্টান পরিবারের মিশন সম্পর্কে মণ্ডলীকে কী নির্দেশনা দিচ্ছেন তা শ্রবণ করাই ছিল এই সিনোডাল সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে রয়েছে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি বা কনফারেন্সগুলোর পারিবারিক সেবা মন্ত্রণালয়ের (family ministry) বিগত দিনের অর্জিত সাফল্য, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা আদান-প্রদান করা। পাশাপাশি, ঐতিহাসিক 'ব্যাংকক ডকুমেন্ট'-এর আলোকে সাধারণ বিশ্বাসী, নারী, যুবসমাজ এবং মৌলিক খ্রিস্টীয় সমাজ (BEC)-এর আত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নে OLF কীভাবে কার্যকর সেবা প্রদান করতে পারে তা নির্ধারণ করা। এফএবিসি-র 'অফিস ফর ল্যাইটি অ্যান্ড ফ্যামিলি' (OLF) এর সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন: (OLF) হলো মণ্ডলীর বৃহত্তম অফিস, যার লক্ষ্য সিনোডাল বা অংশগ্রহণমূলক উপায়ে যুবসমাজ, নারী এবং মৌলিক খ্রিস্টীয় সমাজকে (BEC) নিয়ে একসাথে কাজ করা।

সমাবেশের মূল আকর্ষণ হিসেবে ছিল "ফ্যামিলিয়ারিস কনসোর্সিও" (Familiaris Consortio) এবং পোপ ফ্রান্সিসের "আমোরিস লেতিৎসিয়া" (Amoris Laetitia) বিষয়ক গভীর ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা ও পালকীয় সম্ভাবনা মূল্যায়ন, যা পরিচালনা করেছেন ফাদার বিমল তিরিমান্না। কার্ডিনাল আম্বো ডেভিড তাঁর বক্তব্যে বলেন, "এশিয়ায় সুসমাচার প্রচারের ভবিষ্যৎ যে কোনো বড় প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির চেয়ে পরিবারে ঈশ্বরের বাক্য নিয়মিত পাঠ ও প্রার্থনার ওপর বেশি নির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন।"

এছাড়া, ব্যাংকক ডকুমেন্টের এজেন্ডা বাস্তবায়নে যৌথ সংলাপ ও দলগত প্রতিবেদন সংশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ফাদার বিকাশ জে রিবেরু সিএসসি

- তথ্যসূত্র : *news.va*

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব যোগাযোগ দিবস ও লেখক কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা: ষাটতম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা লিও'র প্রদত্ত 'মানব কণ্ঠস্বর ও মুখমণ্ডল সংরক্ষণ' মূলভাবকে কেন্দ্র করে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ব যোগাযোগ দিবস ও লেখক কর্মশালা। ১৬ থেকে ১৮ মে পর্যন্ত রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্রে ফাদার, সিস্টার, রাজশাহী এবং জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী, সেমিনারী ও হোস্টেল থেকে আগত ৫৩ জন অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে বিশ্ব যোগাযোগ দিবস ও লেখক কর্মশালা উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের জুডিসিয়াল ভিকার ফাদার উইলিয়াম মুরমু, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের আহ্বায়ক ফাদার সাগর কোড়াইয়া ও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু।

সভাপতির বক্তব্যে ফাদার উইলিয়াম মুরমু বলেন, আমাদের যোগাযোগ হতে হয় ঈশ্বর, প্রকৃতি ও মানুষের সাথে। বর্তমান সময় হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। আমাদের সামনে যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। তবে আমাদেরই বেছে নিতে হয় কোন মাধ্যম ব্যবহার করে আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করবো। ফাদার সাগর কোড়াইয়া বলেন, আমরা অধিকাংশই স্মার্টফোনে ফেসবুক, ইউটিউবসহ অন্যান্য মাধ্যমগুলো ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে সবাই সাংবাদিক হয়ে উঠি। কারণ এই সকল মাধ্যমগুলোতে লেখা, ছবি ও ভিডিও আপলোড করে থাকি। তবে কী আপলোড করি সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সকালের সেশনে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সম্পাদক ফাদার বুলবুল রিবেরু 'লেখালেখি: প্রেক্ষিত প্রতিবেশী প্রকাশনী ও বাংলাদেশ মণ্ডলীর ভাবনা' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এছাড়াও বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উপলক্ষে পোপ চতুর্দশ লিও'র বাণীর উপর আলোচনা করেন ফাদার দিলীপ এস. কস্তা। বিকালের সেশনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক সোমা দেব 'মনের আনন্দে লেখালেখি: লেখালেখির কৌশল-ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা' বিষয়ে কথা বলেন। এছাড়াও একই বিভাগের অধ্যাপক তানভীর আহমদ 'সাংবাদিকতা পেশা ও ঝুঁকি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা অধ্যয়নের সুযোগ' বিষয়ে আলোচনা করেন।

সন্ধ্যায় সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও ও জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের বিশপ মনোনীত পল গমেজ। বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, বর্তমানে পৃথিবীতে ও বাংলাদেশে নানা ধরণের সমস্যা ও অরাজকতা বিরাজমান। এই অন্ধকারে আমাদের প্রত্যেককে যিশু খ্রিস্টের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠতে হবে। আমরা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করব ঠিকই কিন্তু প্রযুক্তি যেন আমাদের ব্যবহার না করে।

তথ্যসূত্র: বরেন্দ্র দূত

বরিশাল ধর্মপ্রদেশের পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে উদযাপিত হলো বিশ্ব যোগাযোগ দিবস

যোসেফ রুবেন দেউরী: গত ১৫ মে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের আয়োজনে পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো ৬০তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস। পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও কর্তৃক প্রদত্ত এ বছরের মূলভাব ছিল "মানব কণ্ঠস্বর ও মুখমন্ডল সংরক্ষণ"। এতে ধর্মপল্লীর বিসিএসএম, যুব সংঘ এবং ওয়াইসিএস-এর সদস্যগণ সহ মোট ৫৩ জন অংশগ্রহণ করেন।

অর্ধদিবস এই অনুষ্ঠানে মূলভাবের ওপর সহভাগিতা করেন কমিশন সদস্য যোসেফ রুবেন দেউরী। তিনি তার সহভাগিতায় পোপ চতুর্দশ লিও'র বাণীর আলোকে বলেন, "এই প্রযুক্তির যুগে মানুষ যন্ত্রপাতির নিকটবর্তী হলেও, মানুষ হৃদয়ের সংযোগ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মানুষের অনুভূতি, কণ্ঠ, এমনকি চিন্তাও প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে যাচ্ছে।"

আর এর জন্য পুণ্যপিতা পোপ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, "মানুষের মুখ ও কণ্ঠ শুধুমাত্র জৈবিক বৈশিষ্ট্য নয়; এইগুলো ঈশ্বরপ্রদত্ত মর্যাদা, সম্পর্ক এবং ভালবাসার প্রতিচ্ছবি"। তাই এই গুলোর সঠিক ব্যবহার করতে হবে।"

খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন যোগাযোগ কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার লরেন্স লেকাভালিয়ে গোমেজ এবং সহযোগিতা করেন কমিশন সদস্য ও পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর সহকারী পাল পুরোহিত ফাদার গৌরব জি, পাথাং সিএসসি।

এছাড়া এ দিনটিকে স্মরণ করে রাখার জন্য এবং অংশগ্রহণকারীদের সৃষ্টির যত্নে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বৃক্ষরোপন কর্মসূচী আয়োজন করা হয়। আনন্দঘন পরিবেশে এবং উদ্যমতার সহিত সকলে বৃক্ষরোপনে অংশগ্রহণ করে এবং তারা বলেন, "প্রত্যেকে এ বছর অন্তত ২ টি করে বৃক্ষ রোপন করবে।" পরিশেষে পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সমীর ডি' রোজারিও সিএসসি'র ধন্যবাদমূলক বক্তব্য প্রদানের মধ্য দিয়ে এই প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

তথ্যসূত্র: আরভিএ নিউজ

প্রযুক্তি, প্রোগ্রামিং ও উদ্ভাবনের মিলনমেলা উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক: ১৪ থেকে ১৬ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ এর কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগ আয়োজিত তিন দিনব্যাপী "টিপি-লিংক এক্সেল প্রেজেন্টস এনডিইউবি সিএসই ফেস্ট ২০২৬" বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই আয়োজনে অংশ নেয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রযুক্তিবিদ ও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগীরা। প্রথম দিন ১৪ মে, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় অতিথি ও শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানানো হয় এবং পরে র‍্যালি, উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, ডেপুটি রেজিস্ট্রার, ডিন এবং সিএসই বিভাগের চেয়ারম্যানের বক্তব্য প্রদান এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বেলুন ও কবুতর উড়িয়ে "এনডিইউবি সিএসই ফেস্ট ২০২৬" এর উদ্বোধন করা হয়। দ্বিতীয় দিন শুক্রবার (১৫ মে) সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত STEM Olympiad অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ফাদার প্যাট্রিক ড্যানিয়েল গ্যাফনি সিএসসি, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. ফাদার চার্লস বি. গর্ডন সিএসসি, রেজিস্ট্রার ড. ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি, ফ্যাকাল্টি ডিন প্রফেসর ড. অলক কুমার চক্রবর্তী এবং সিএসই বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর এ. এইচ. এম. সাইফুল ইসলাম। তৃতীয় দিন ১৬ মে, শনিবার সকাল ৮টা ৪০ মিনিট থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগীরা Inter University Programming Contest (IUPC) অংশগ্রহণ করে। একই দিন দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় "Beyond Code: Ethics, Logic, and Competitive Programming" শীর্ষক সেমিনার। এতে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রোগ্রামিং ব্যক্তিত্ব শাহরিয়ার মনজুর, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মোহাম্মদ কয়কোবাদ এবং ড. ফারজানা আলম। সেমিনারে প্রযুক্তির নৈতিকতা, যৌক্তিক চিন্তা-ভাবনা ও প্রতিযোগিতামূলক প্রোগ্রামিংয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। দিনব্যাপী আয়োজনের সমাপনী পর্বে বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি নৃত্য, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও অতিথিদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেষ হয় তিনদিন ব্যাপী এ আয়োজন।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো 'লাউদাতো সি' সপ্তাহ

লর্ড রোজারিও: গত ১৭ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো 'লাউদাতো সি' সপ্তাহের উদ্বোধন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। সকালে পবিত্র খ্রিস্টযাগ ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিষয়ক কমিশনের আহ্বায়ক ফাদার বিশ্বনাথ ফাউস্তিনো মারান্ডী, ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ১৫ জন সিস্টার, ১১ জন সেমিনারিয়ান ও ৩০০ শতাধিক খ্রিস্টভক্ত।

পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার বিশ্বনাথ ফাউস্তিনো মারান্ডী। তিনি উপদেশ বাণীতে বলেন, "পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে 'লাউদাতো সি' নামক একটি পত্র লিখেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল সৃষ্টির যত্ন করা। সেই পত্রের পুনরায় পাঠ ও চেনা পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে আমাদের বর্তমান পোপ চতুর্দশ লিও ১৭-২৪ মে 'লাউদাতো সি' সপ্তাহ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আমাদের সৃষ্টির যত্ন নিতে হবে, বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে, এবং চারপাশ সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ঈশ্বর আমাদের এই পৃথিবী সৃষ্টি করার পর মানুষকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা যেন আমরা ভুলে না যাই। আমরা যেন আমাদের যে দায়িত্ব তা সঠিক ভাবে পালন করি বিশেষ করে এই 'লাওদাতা সি' সপ্তাহে সৃষ্টির যত্ন করার মাধ্যমে। একজন প্রকৃত খ্রিস্টান ব্যক্তি হিসেবে আমরা যদি ঈশ্বরের সৃষ্টির গুরুত্ব বুঝি ও তা কাজে বাস্তবায়ন করি তাহলে আমাদের পৃথিবী একদিন সবুজে পরিণত হবে, আর এটাই হলো 'লাউদাতো সি' সপ্তাহের মূল উদ্দেশ্য। খ্রিস্টযাগের শেষে সবাই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে এবং পরস্পরের সাথে গাছ লাগানোর উপকারিতা নিয়ে ব্যক্তিগত আলোচনা করেন। পরিশেষে ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

কামুদপুর মিশনের মহাদূত মিখায়েল গির্জার প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

অর্পা কুজুর: ১০ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার মহাদূত সাধু মিখায়েল গির্জার প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী মহাসমারোহে পালন করা হয়। মহাদূত সাধু মিখায়েলের গির্জাটি সিলেট ধর্মপ্রদেশের নতুন মিশন কামুদপুরে অবস্থিত। এই নতুন মিশনের পালপুরোহিত হলেন ফাদার ফ্রান্সেকো রিজ্জো। সিলেট ধর্মপ্রদেশের শ্রদ্ধেয় বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ কামুদপুর মিশনের মহাসাধু মিখায়েল গির্জার প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। উক্ত খ্রিস্টযাগে শ্রদ্ধেয় বিশপকে সহায়তা করেন পালপুরোহিত ফাদার ফ্রান্সেস্কো রিজ্জো'সহ বিভিন্ন ধর্মপল্লী ও সিলেট বিশপ হাউজ থেকে আগত অন্যান্য ফাদারগণ। পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু হয় সকাল ১১টায়। এই মিশনের আওতাধীন দশটি গ্রাম ও পুঞ্জি থেকে প্রায় আটশত খ্রিস্টভক্তগণ পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত খ্রিস্টযাগে শ্রদ্ধেয় বিশপ ধর্মপল্লীর ৭০জন ছেলেমেয়েদের হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান করেন। এরপর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং এই অনুষ্ঠানের ধর্মপল্লীর শিশুরা অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর সকল খ্রিস্টভক্তদের জন্য দুপুরে আহারের ব্যবস্থা করা হয়। সার্বিকভাবে সকল আয়োজন ছিল সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও আনন্দময় যা সবাই উপভোগ ও প্রশংসা করে।

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। **সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন।** যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	**৬০০/- (ছয়শত টাকা মাত্র)**

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ১৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 17
Regd. No. DA-33
❖ 24 -30 May, 2026, ১০ - ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বিশ্বাসীবর্গের প্রার্থনা সংকলন গ্রন্থটি প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। এই বইটির মাধ্যমে ক,খ,গ পূজনবর্ষের প্রতি রবিবারের ও বিশেষ বিশেষ পর্বদিনসহ বিভিন্ন বার্ষিকী উপলক্ষে (জন্মবার্ষিকী, বিবাহবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী) খ্রিস্টযাগ ও প্রার্থনার আয়োজন করলে বিশ্বাসীবর্গের যে উদ্দেশ্য প্রার্থনা রয়েছে তা সবই এই বইটির মধ্যে পাবেন।

এই বইটি খ্রিস্টবিশ্বাসী সকলের তবে বিশেষ করে গ্রামের প্রার্থনা পরিচালক, ক্যাটেখিস্ট মাস্টারদের জন্য খুবই সহায়ক হবে। এই বইটির মাধ্যমে আরোও জানতে পারবেন উপাসনায় ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর নাম। উপাসনায় ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর নাম ও ছবিসহ একটি পোস্টারও পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগঃ প্রতিবেশী প্রকাশনীর যে কোন সাব-সেন্টারে
ফাদার উজ্জ্বল লিনুস রোজারিও, সিএসসি।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭৬৩৯৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র
বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।

আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
Website: weekly.pratibeshi.org
facebook: weeklypratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org